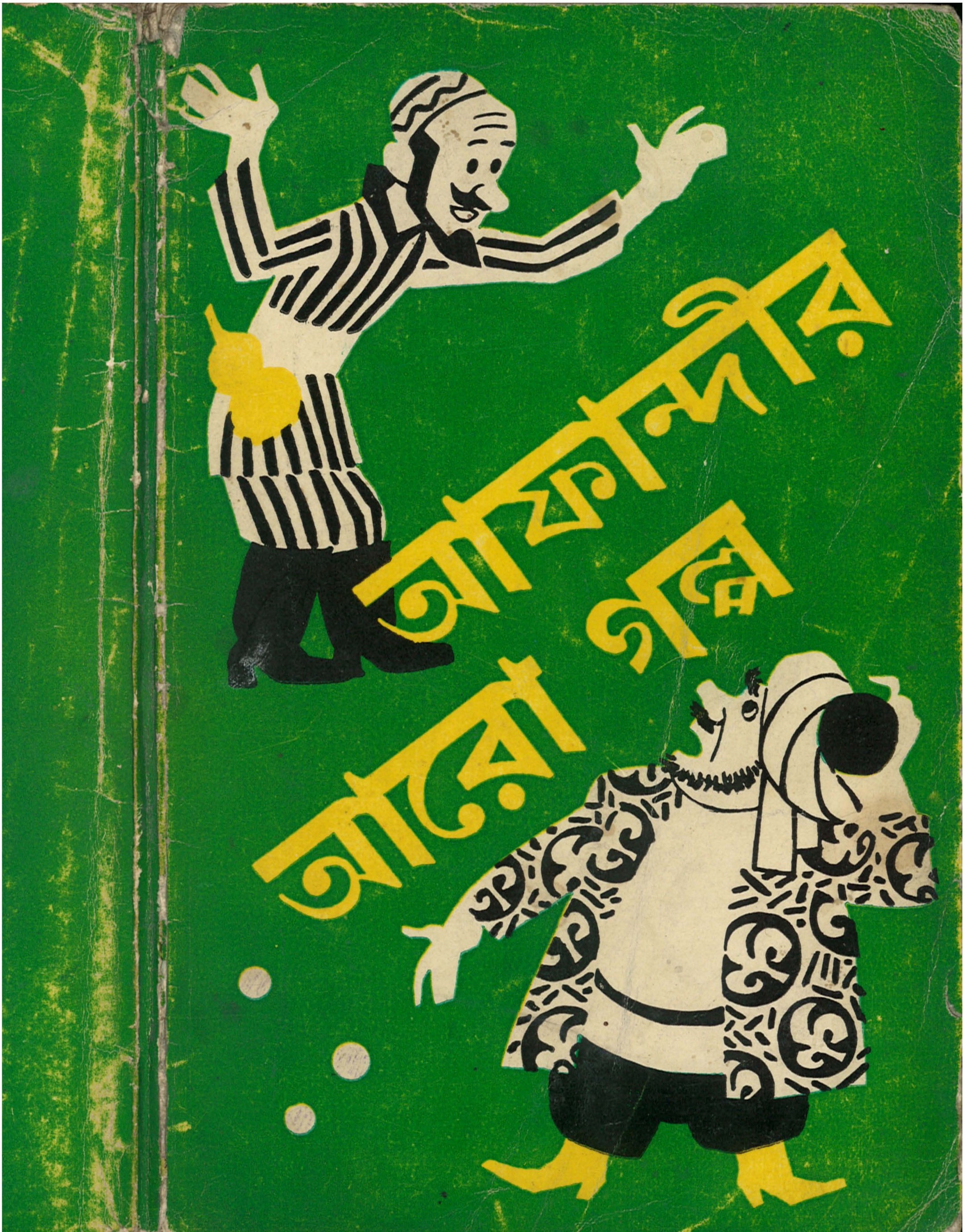
আফান্দীর
আরো গল্প

আফান্দীর আরো গল্প

সম্পাদনা : চাও শিচিয়ে
ছবি : স্যুন য়িজেং

বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পেইচিং

প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬

অনুবাদ : ইয়ু তিয়ানচৌ
পরিমার্জন : সেন নালান

প্রকাশনা : বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়
২৪, পাই ওয়ান চুয়াং, পেইচিং, চীন

মুদ্রণ : বিদেশী ভাষা মুদ্রণালয়
১৯, পশ্চিম ছে কোং চুয়াং, পেইচিং, চীন

পরিবেশনা : চীন আন্তর্জাতিক পুস্তক বাণিজ্য
কর্পোরেশন (কুওচি শুতিয়ান),
পোস্ট বক্স ৩৯৯, পেইচিং, চীন

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে মুদ্রিত

প্রকাশকের কথা

আমাদের পূর্ব-প্রকাশিত "আফান্দীর গল্প" নামে পুস্তিকাটি সহৃদয় পাঠকদের কাছে সমাদর লাভ করেছে জেনে আমরা সাতিশয় খুশি হয়েছি। এই পুস্তিকাটি পাঠ করে বহু পাঠক-পাঠিকা আফান্দী সম্বন্ধে প্রচলিত আরো কাহিনী জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁদেরই ইচ্ছানুযায়ী আমরা "আফান্দীর আরো গল্প" নামে বর্তমান পুস্তিকাটি ব্যাপক বাঙালী পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করছি।

আমাদের পূর্ব-প্রকাশিত পুস্তিকাটি পড়ে পাঠকেরা গল্পের নায়ক নাসেরুদ্দীন আফান্দী যে কে ছিল সে কথা জেনেছেন। তবু আমরা মনে করি, যে-সব পাঠক সেই পুস্তিকাটি পড়বার সুযোগ পান নি তাঁদের জ্ঞাতার্থে এখানে তার সম্বন্ধে আগের ক'টি কথার পুনরাবৃত্তি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নাসেরুদ্দীন আফান্দী মধ্য-এশিয়ার এক প্রবাদ পুরুষ। শত শত বছর ধরে তার কাহিনী সিনচিয়াং-এর থিয়ানশান পর্বতমালার উত্তর ও দক্ষিণ ভূখণ্ডে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং যুগে যুগে তা সাধারণ মানুষকে আনন্দের খোরাক যুগিয়েছে। তার কৌতুকপূর্ণ উক্তি ও হাস্যরসাত্মক কাহিনী তুরস্ক এবং আরব দেশসমূহেও অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

চীনের সিনচিয়াং-এর উইগুর জাতিসত্তার ঘরে ঘরে আফান্দীর নাম কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধচিত্তে উচ্চারিত হয়। আফান্দীর উল্লেখমাত্র তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে মুখে লম্বা দাড়ি এবং মাথায় মস্ত বড় পাগড়ী বাঁধা একটি লোকের চেহারা যে এক হাড়-জিরজিরে গাধার পিঠে চেপে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। সে একজন বিজ্ঞ, নির্ভীক এবং মেহনতী জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষী পুরুষ। তার চরিত্রে মেহনতী জনগণের অধ্যবসায়, নির্ভীকতা, আশাবাদ এবং রসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে।

আফান্দী সম্বন্ধে প্রচলিত অসংখ্য গল্প উইগুর জাতিসত্তার লোকসাহিত্যের এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে। বিষয়বস্তু অনুযায়ী এ সব গল্প মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; এক ধরণের গল্পে ব্যক্ত হয়েছে সামন্তশাসক, রাজকর্মচারী, অর্থগৃধ্নু সওদাগর ও সুদখোরদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে তাদের প্রতি কটাক্ষ ও নির্মম বিদ্রূপ; আরেক ধরণের গল্পে ব্যক্ত হয়েছে সরলমতি জনগণের মধ্যে বিরাজমান ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি সমালোচনা।

আফান্দীর রসিকতাপূর্ণ মন্তব্য পড়ে পাঠকেরা শুধু যে আনন্দিত এবং পুলকিত হবেন তা নয়, এই গল্পগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, শিক্ষা ও শিল্প মাধুর্যও তারা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আরো উল্লেখ্য, সব বয়সের পাঠকদের কথা মনে রেখে অনুবাদের ভাষা সাদামাঠা ও যথাসম্ভব প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং মূল গল্পের মেজাজ বজায় রাখার জন্যে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলি হয়ত বিশুদ্ধ বাংলা

ভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, তবে আমাদের সেই প্রয়াস সার্থক হয়েছে কিনা ব্যাপক পাঠকজনতাই তার বিচার করবেন।

সূচীপত্র

সহজ ব্যাপার	১
মাঝরাতের শানাই বাজিয়ে	২
বাদশার হুকুম	৪
খালি মদের বোতল বেচা	৬
উভলিঙ্গ মাছ	৭
সঠিক জবাব	৯
অসাক্ষাতে নিন্দা	১০
আমার কি আর কোমর আছে	১৩
তোমার আত্মীয় টাকাকেই জিজ্ঞেস করো	১৪
বাদশার পায়ে চিমটিকাটা	১৫
গাধা ধরা	১৫
কবি	১৬
ভাগ্যিস্ গাছ্ থেকে পড়ল একটি ছোটো আখরোট	১৭
কারণ আপনি বুড়ো হয়েছেন	১৯
কাকে সবচেয়ে ভালোবাসো	২০
আপনার কথামতনই করব	২১
পুকুরে কতো কলস জল আছে	২২

আল্লাকে অশেষ ধন্যবাদ	২২
নাসিকা গর্জন	২৩
আত্মা উড়ে যেতে পারবে না	২৪
চাঁদ ও সূর্য	২৫
পরোটা	২৬
বাদশাকে দাওয়াত	২৭
ঘোড়দৌড় বনাম ষাঁড়দৌড়	২৮
সমুদ্রের পানি	২৯
তরোয়াল ও লাঠি	৩০
ঝিমনি খুঁজে বেড়াচ্ছি	৩০
চিকিৎসক ও জল্লাদ	৩১
খোদার সাজা	৩১
পাগড়ীর কাপড়	৩৩
গাছের ওপর দিয়ে পথ	৩৪
অশ্রাব্য	৩৫
নিজে পরীক্ষা করে দ্যাখো	৩৫
লোকেরা কেন বিভিন্ন দিকে যায়	৩৬
ভাগ করে নামাজ পড়া	৩৬
নামকরণ	৩৭
চিত্রকর রোগ সারাতে পারেন	৩৮
আবার কেড়ে নেব	৩৯
পাখার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়া	৩৯
আধা কোরান পাঠ	৪০
জাহান্নামে পড়ে যাবেন	৪১
যেমনটি লাগে ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে	৪১

আমি হলাম মোরগ ৪২
এবারে বিবির কথা শোনো ৪৩
রাজভক্ত প্রজা ৪৪
জিন-ছাড়া হইনি ৪৫
নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ো ৪৬
মেটে ভাজার কৌশল ৪৭
সমুদ্র দর্শন ৪৮
আপনি নিজেই জবাব দিন ৪৮
কাজীর চক্ষুশূল ৪৯
দেয়াল কার্পেট ৪৯
বিবেকও দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো ৫১
স্বপ্নের অর্থ ৫১
চিন্তিত না হয়ে পারি না ৫২
দোষ আমার ৫২
জন্মরাশি ৫৩
জ্ঞান পরীক্ষা ৫৪
মুখ মেরামত ৫৪
নতুন পোশাক পরার দরকার নেই ৫৫
ভাগ্যিস্ 'চল্লিশ দস্যু' কিতাবটি পড়ে নি ৫৬
আপনি নিজেই ওকে জাগিয়ে তুলুন ৫৭
কিতাব বিক্রী ৫৭
পরীক্ষা করার জন্যে রাখছি ৫৮
রায় দান ৫৮
আজগুবী স্বপ্ন ৫৯
দাম্ভিক ছেলে ৬০

আঙ্গুরের রস	৬২
স্বাদ একই	৬২
আসল বয়স	৬৩
ঘোড়ার ঘটক জমিদার	৬৪
বাদশা ও গাধার চিন্তা	৬৫
জমিদারের দরজা দেখাশোনা	৬৬
মাতালের আচকান ও পাগড়ী	৬৭
অর্থপ্রীতি	৬৯
উজীরের পিঠে চল্লিশ ঘা চাবুক	৭০
সব খাবারই সুস্বাদু	৭১
দুই নেকড়ে বাঘ	৭২
মাথার ওজন	৭৩
পাহাড় পিঠে করা	৭৫
একশো স্বর্ণমুদ্রায় মজার কথা	৭৭
জমিদারের আদেশ তালিম	৭৯

সহজ ব্যাগার

একবার আফান্দী একটি বকরী কেনার জন্য শহরে এল। বাজারে যাবার রাস্তার মুখে আসতেই সে দেখল একটি বকরী নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এক অল্প বয়সী ছেলে। আফান্দী তাকে জিজ্ঞেস করল:

"খোকা, এই বকরীটি কি বেচবে?"

"জী বেচবো।" ছেলেটির স্বরে ত্রাসের ভাব ছিল। কিন্তু পরমুহূর্তে সে একবার ঢোক গিলে বলল, "ওঃ, না, বেচবো না।"

ছেলেটির জবাব একবার "হ্যাঁ" একবার "না" শুনে আফান্দী খুব আশ্চর্য হয়ে আবার জিজ্ঞেস করল:

"তুমি এরকম ঢোক গিলে কথা বলছো কেন? খাঁটি কথা বলো, বিক্রী করবে কি করবে না?"

আফান্দীর বারংবার জিজ্ঞেস করার পর ছেলেটি তাকে খাঁটি কথা বলল:

"আব্বা আমাকে বলেছে এই বকরীটি বেচে যে টাকা পাওয়া যাবে সেই টাকা দিয়ে তিনটি বড় পরোটা আর এক সের মাংস কিনে আবার বকরীটি সঙ্গে নিয়েই বাড়ি ফিরতে। আমি বুঝে উঠতে পারছি না দুনিয়ায় এমন কোনো বুদ্ধিমান লোক আছে কি যে আব্বার কথা মতো সওদা করতে পারবে?"

"ওঃ, এই কথা!" আফান্দী এক মিনিটও না ভেবে সান্ত্বনার সুরে বলল, "খোকা, তুমি কিছু ভেবো না। এটা তো খুবই সহজ ব্যাপার।"

ছেলেটির চোখ ছলছল করে উঠল। সে আব্দারের সুরে বলল: "চাচা আফান্দী, একটা উপায় বাৎলান না!"

আফান্দী ছেলেটির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল:

"খোকা, তুমি এই বকরীটির গায়ের লোম কেটে তা দিয়ে কিছু দড়ি বানিয়ে নাও। তারপর সেগুলো বিক্রী করে যে টাকা পাবে সেই টাকা দিয়ে তোমার আব্বার কথামতো জিনিস কিনে বকরীটি সঙ্গে নিয়েই বাড়ি ফিরে যাও। কেমন?"

আফান্দীর কথা শুনে ছেলেটির মুখে হাসি ফুটলো। সে ধন্যবাদ জানানোর আগেই আফান্দী লোকের ভিড়ে মিলিয়ে গেল।

মাঝ রাতের শানাই বাজিয়ে

এক দিন, কয়েকটি চোর এক সঙ্গে পরামর্শ করে বলল, "এবার চুরি করতে যাবার সময় আমরা আফান্দীকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। যদি আমরা ধরা পড়ি, তাহলে আমরা একবাক্যে বলব আমাদের সর্দার হলো আফান্দী আর সেই চুরি করবার জন্যে আমাদের উস্কানি দিয়েছে।"

একথা সাব্যস্ত করে তারা আফান্দীর কাছে এল। আফান্দী তাদের কথা শুনে তাদের সঙ্গে চুরি করতে যেতে রাজী হলো।

রাত গভীর হলে চোরেরা বাজারে এসে এক বাদ্যযন্ত্রের দোকানের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে দোকানে ঘুমন্ত মালিককে দড়ি দিয়ে বেঁধে তার মুখে ন্যাকড়া গুঁজে দিল। তারপর তারা আলমারী ও বাক্স তচনচ করতে শুরু করল। এই সুযোগে আফান্দী সেখান থেকে একটি শানাই তুলে নিয়ে বাইরে এসে দোকানের ছাদে উঠে প্যাঁ প্যাঁ করে শানাইটি বাজাতে লাগল। শানাইয়ের আওয়াজে আশপাশের লোকেদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারা কাপড়-চোপড় পরে কি ব্যাপার হচ্ছে তা জানবার জন্য বাইরে এসে দেখল আফান্দীর কাণ্ড। তারা আফান্দীকে গালি দিয়ে বলল, "আফান্দী, অ্যাতো রাতে ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে কি অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড করছো?"

"ভাই সব, আমি কোনো অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড করছি না।" আফান্দী বলল, "এই দোকানে কিছু লোক ঢুকেছে। তারাই অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড করছে।" আফান্দীর কথা শুনে লোকেরা বুঝল ওই দোকানে কি ঘটছে। তারা তৎক্ষণাৎ দোকানটি ঘিরে রেখে ভেতরে এসে চোরদের হাতে-নাতে ধরে ফেলল।

বাদশার হুকুম

আফান্দী প্রায়ই নাকি প্রজাদের কাছে বাদশার নিন্দা করে বেড়ায় এই কথা বাদশার কানে গেল। তখন, তিনি আফান্দীকে শাস্তি দেবার কথা ভেবে একদিন তাঁর দুজন প্রহরীকে আদেশ দিয়ে বললেন:

"তোমরা আফান্দীকে এক্ষুণি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতে বলবে। আর একথাও তাকে জানাবে যে, রাজপ্রাসাদে এসে সে যদি আমার দিকে মুখ করে ভেতরে আসে তাহলে আমি তার মাথা নেব, আর যদি পিছন ফিরে আসে তাহলেও তার মাথা নেব; সে যদি না হেঁটে আসে তাহলে আমি তার মাথা নেব, আর যদি হেঁটে আসে তাহলেও আমি তার মাথা নেব।"

বাদশার দুজন পেয়াদা এক দৌড়ে আফান্দীর বাড়ি গিয়ে তাকে বাদশার হুকুমের কথা বলে তাকে ধরে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এল। আফান্দী রাজপ্রাসাদের ফটকে পৌঁছানোমাত্র তেরছাভাবে দাঁড়িয়ে এক পা রাজপ্রাসাদের ভেতরের দিকে রেখে আর এক পা বাইরে রেখে চৌকাঠে ঠেস দিয়ে রইল।

আফান্দীর এই অদ্ভুত দেহভঙ্গী দেখে বাদশা ভাবলেন আফান্দী তাঁকে অপমান করছে। তিনি রেগে গিয়ে চিৎকার করে বললেন:

"আহাম্মক, তোমার সম্মানবোধ নেই?"

"জাহাঁপনা, এতো আপনারই হুকুম তালিম করছি?" আফান্দী নির্ভয়ে জবাব দিল।

নিরুপায় হয়ে বাদশা আর কোনো কথা না বলে আঙ্গুল তুলে বললেন:

"যাও! এখান থেকে বিদায় হও!"

আফান্দী বাদশার দিকে এক ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে মাথা হেঁট না করেই রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করল।

খালি মদের বোতল বেচা

ছেলেবেলায় আফান্দীদের পরিবার খুবই গরিব ছিল। একদিন, সে রাস্তা থেকে তিনটি খালি মদের বোতল কুড়িয়ে পেয়ে তা এক দোকানে বেচতে গেল। দোকানের মালিক বোতল তিনটি নিয়ে আফান্দীকে তিনটি টাকা দিল। ঠিক সেই সময় একটি লম্বা-গোছের লোকও তিনটি খালি মদের বোতল নিয়ে সেই দোকানে বেচতে এলে মালিক তাকে প্রতিটি বোতলের জন্যে দু'টাকা করে দাম দিল।

পরদিন, আফান্দী আবার তিনটি খালি বোতল পেল। তখন, সে দুটি লম্বা কাঠ তার পায়ের নীচে নকল পায়ের মতো বেঁধে ঠক-ঠক করতে করতে সেই দোকানে এল বোতলগুলি বেচতে।

তাকে দেখে দোকানের মালিক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল:

"নাসেরুদ্দীন, তোমার এ কি অদ্ভুত রূপ দেখছি!"

"ওঃ, আপনার দোকানে যে জিনিস বেচতে আসে সে যত লম্বা হয় তত লম্বা দাম পায়। নয় কি?" আফান্দী ধীরে ধীরে বলল, "ছোটো ছেলে বোতল বেচতে এলে এক বোতলের জন্য আপনি তাকে মাত্র এক টাকা দেন, আর লম্বা লোক হলে তাকে আপনি প্রতিটির জন্যে দু'টাকা করে দেন। আমার মনে হয় আজ যখন আমি এত লম্বা হয়েছি, তখন আপনি নিশ্চয় আমাকে প্রত্যেকটি বোতলের জন্যে তিন টাকা করে দেবেন।"

একথা শুনে মালিক ভীষণ লজ্জা পেল। সে যে একটি

ছোটো ছেলেকে ঠকিয়েছে তা সবাই জেনে ফেলবে সেই ভয়ে সে ন'টাকা দিয়ে আফান্দীর তিনটি বোতল কিনে নিল, আর আগের দিনের বোতলের বাকী দামও আফান্দীকে দিল।

উভলিঙ্গ মাছ

আফান্দী যখন জেলের কাজ করত, তখন একবার সে একটি বিরাট মাছ ধরল। মাছটি ছিল সাতরঙা আর খুবই সুন্দর। আফান্দী ভাবল, "এই বড় মাছটি বাদশাকে ভেট

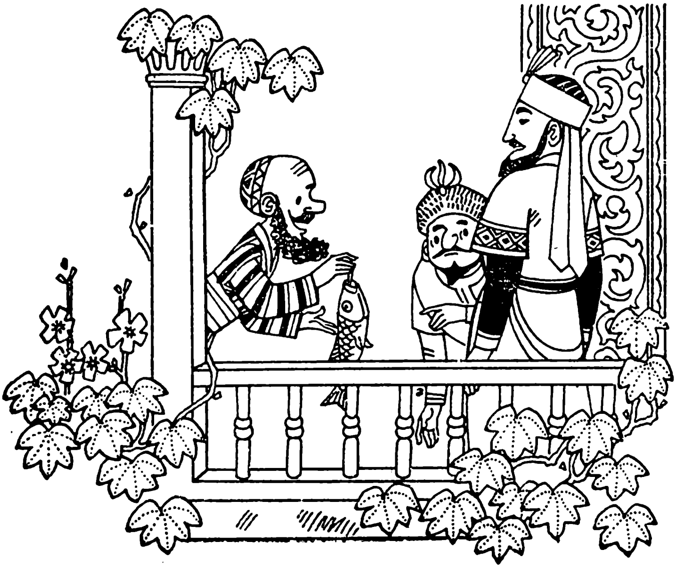

দিলে তিনি নিশ্চয় আমাকে অনেক বখশিশ দেবেন।" একথা ভেবে সে মাছটি হাতে নিয়ে রাজপ্রাসাদে এল। এই অদ্ভুত মাছটি দেখে বাদশা খুব খুশী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উজীরে-আজমকে বললেন আফান্দীকে দশটি স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ দিয়ে বিদায় করতে। কিন্তু উজীরেআজম তাতে আপত্তি জানিয়ে বললেন :

"জাহাঁপনা, বখশিশ দেবার আগে আফান্দীর কাছ্ থেকে জানতে হবে এই মাছটি স্ত্রী না পুরুষ। তার জবাব যদি ঠিক হয় তবেই তাকে বখশিশ দেয়া সঙ্গত হবে, নইলে সে কিছুই পাবে না।"

বাদশা তাঁর কথায় রাজী হয়ে আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন :

"আফান্দী, এই মাছটি স্ত্রী না পুরুষ?"

আফান্দী ইতস্ততঃ না করে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল :

"হুজুর, এই মাছটি স্ত্রী নয় আবার পুরুষও নয়, এটি উভলিঙ্গ। তাই সে নদীতে একাকী সাঁতরে বেড়াচ্ছিল বলেই তো আমি ধরতে পেরেছি।"

একথা শুনে উজীরেআজমের মুখ চুন হয়ে গেল, তিনি নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আফান্দী দশটি চকচকে স্বর্ণমুদ্রা হাতে নিয়ে মনের আনন্দে বাড়ি ফিরে গেল।

সঠিক জবাব

এক দিন, এক জাদুকর কয়েকজন কৃষককে বেশ ধোঁকা দিচ্ছিল। সে আফান্দীকে আসতে দেখে তাকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করল :

"আফান্দী, আমি আঙ্গুলের ইসারায় তোমার সঙ্গে কথা বলব। তুমিও কি তোমার আঙ্গুলের ইসারায় সঠিক জবাব দিতে পারবে?"

"হ্যাঁ, পারব।" আফান্দী বেশ আস্থার সঙ্গেই জবাব দিল।

তখন, জাদুকর তার একটি আঙ্গুল দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে আফান্দী দুটি আঙ্গুল দেখাল। জাদুকর আবার পাঁচটি আঙ্গুল দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে আফান্দী তার মুষ্টিবদ্ধ হাত দেখাল। এতে জাদুকর খুব খুশী হয়ে আফান্দীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলল :

"উত্তম জবাব। চমৎকার!"

উপস্থিত কৃষকেরা চোখ ছানাবড়া করে জাদুকরকে জিজ্ঞেস করল :

"আপনারা ইসারায় কথা বললেন। এর আসল অর্থ কি?"

জাদুকর বলল, "আমি যখন এক আঙ্গুল দেখালাম তখন তার অর্থ ছিল খোদা মাত্র এক। নয় কি? তার উত্তরে আফান্দী দুটি আঙ্গুল দেখাল। তার অর্থ হলো দুটি খোদা — হজরত মোহাম্মদও তো খোদার প্রতিনিধি। আমি যখন পাঁচ আঙ্গুল দেখালাম তখন তার অর্থ ছিল রোজ তুমি পাঁচ বার নামাজ পড়ো? ও তার মুষ্টিবদ্ধ হাত দেখিয়ে আমাকে বোঝাতে চাইল যে সে কখনো নামাজ পড়া থেকে বিরত হয় না। এ থেকে

বোঝা যায় আফান্দী শুধু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি নয় সে একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিকও বটে।”

জাদুকরের এই ব্যাখ্যা শুনে আফান্দী হো হো করে হেসে উঠল। কৃষকেরা সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল:

“আফান্দী, জাদুকরের কথা কি ঠিক নয়?”

আফান্দী জাদুকরের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তার নাকের ডগার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বলল:

“তুমি যা বললে তা সবই ঝুট। তুমি একটি আঙ্গুল দেখালে তার অর্থ ছিল তুমি আমার একটি চোখ তুলতে চাও। তাই দুটি আঙ্গুল দেখিয়ে বোঝালাম আমি তোমার দুটি চোখ তুলে নেব। তুমি যখন পাঁচটি আঙ্গুল দেখালে তার অর্থ ছিল তুমি আমাকে চড় মারতে চাও। তাই আমি মুষ্টিবদ্ধ হাতে তোমাকে বোঝাতে চাইলাম আমি তোমার মুণ্ডপাত করব।”

ধূর্ত জাদুকর আরো কিছু বলবে ভাবল। কিন্তু তার মুখ দিয়ে আর রা শব্দটি বেরুল না।

অসাক্ষাতে নিন্দা

এক দিন, এক সওদাগর আফান্দীকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে পোলাও মাংস খাওয়ানোর পর বলল:

“ভাই আফান্দী, গ্রামের সবাই তোমাকে বেশ খাতির করে। শুনেছি, সম্প্রতি গ্রামবাসীরা প্রায়ই দল বেঁধে বসে আমার সম্বন্ধে আপত্তিকর কথা বলে। এতে আমার মর্যাদা খুবই ক্ষুণ্ন

হচ্ছে। তুমি দয়া করে তাদের বোঝাও তারা যেন আমার অসাক্ষাতে আমার নিন্দা না করে। কেমন?"

"আচ্ছা, তাই করবো!" আফান্দী জবাব দিল।

সঙ্গে সঙ্গে সওদাগর গ্রামবাসীদের নিজের বাড়িতে ডেকে এনে এক সভা করে বলল:

"গ্রামবাসীগণ, তোমরা সব সময় বলো যে আফান্দী খুব ন্যায়পরায়ণ। তাই আজ আমি ওকে বিশেষভাবে ডেকে এনেছি তোমাদের কয়েকটি ন্যায্য কথা শোনাতে।" একথা বলেই সে আফান্দীকে একটি ভাষণ দিতে বলল।

আফান্দী সওদাগরের পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে চিৎকার করে বলতে শুরু করল:

"ভাইসব! যিনি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এই সওদাগর যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি ধূর্ত। তবে এ বিষয় নিয়ে তোমরা তাঁর অসাক্ষাতে নিন্দা করো না। তিনি যে জোর করে জমি দখল করেন এবং উঁচু হারে সুদ নিয়ে তোমাদের শোষণ করেন সেকথা নিয়েও তোমরা তাঁর অসাক্ষাতে নিন্দা করো না। তাঁর মুখে মিষ্টি কথা আর অন্তরে মিছরির ছুরি সে কথা নিয়েও তোমরা আর তাঁর অসাক্ষাতে নিন্দা করো না। তিনি ......"

সওদাগরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে রেগে আফান্দীকে তার কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠল:

"এই আফান্দী! তুমি কি সব বাজে কথা বলছো ......"

"কেন, কি হলো?" আফান্দী অবাক হওয়ার ভান করে বলল, "আমি কি এখন এদের বোঝাচ্ছি না তারা যেন আপনার অসাক্ষাতে আপনার নিন্দা না করে?"

আমার কি আর কোমর আছে

ছেলেবেলায়, আফান্দী জমিদারের বাড়িতে রাখালের কাজ করত। এক গ্রীষ্মকালে, গম কাটার সময় জমিদার আফান্দীকে মাইনদারদের সঙ্গে যেতে বলল। আধা দিন গম কাটার পর আফান্দীর কোমর ব্যথা করতে লাগল, সে আর সহ্য করতে না পেরে ক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জমিদারকে অনুনয় করে বলল:

"হুজুর, আমার কোমর ভীষণ টনটন করছে। দয়া করে আমাকে একটু বসে বিশ্রাম করতে দিন।"

"হুঁ, তোরা কি মানুষ যে তোদের কোমর থাকবে? যা তাড়াতাড়ি গম কাটতে যা।" জমিদার আফান্দীর দিকে চোখ রাঙিয়ে বলল। অগত্যা, আফান্দীকে সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গম কাটতে হলো। সূর্যাস্ত হলে অতি ক্লান্ত হয়ে সে বাড়ি ফিরল।

কিছুদিন পর, একদিন জমিদার তার বাড়ির পাশে একটি বড় গাছে উঠে চিৎকার করে বলল:

"নাসেরুদ্দীন, তাড়াতাড়ি একটি কাটারি এনে দে আমাকে।"

কিছুক্ষণ পর, আফান্দী জমিদারের বাড়ি থেকে বের হয়ে গজেন্দ্রগমনে হাঁটতে হাঁটতে এসে জমিদারকে বলল:

"হুজুর, বাড়িতে কোনো কাটারি নেই।"

জমিদার আফান্দীর কোমরে একটি কাটারি গোঁজা রয়েছে দেখে খেঁকিয়ে উঠে তাকে গালি দিতে দিতে বলল:

"আহাম্মুক। তুই আমার সঙ্গে তামাশা করছিস? তোর কোমরে ওটা কি গোঁজা রয়েছে, কাটারি না?"

“হুজুর, আপনার মতিভ্রম হয়েছে। আমার কি আর কোমর আছে?” আফান্দী জবাব দিল।

তোমার আত্মীয় টাকাকেই জিজ্ঞেস করো

আফান্দীর একজন ব্যবসায়ী আত্মীয় ছিল। একদিন আফান্দী উৎসবের শুভেচ্ছা জানাতে সেই ব্যবসায়ীর বাড়ি এসে দেখল, সে ঘরে বসে অতি মনোযোগের সঙ্গে কি যেন হিসাব-নিকাশ করছে এবং নিজের মনে বিড়বিড় করে কি সব বলছে। আফান্দীকে দেখে সে একবার তার দিকে চোখ বুলিয়ে কোনো কথা না বলে নিজের কাজে মন দিল। আফান্দী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল:

“ওহে, তুমি তাকিয়ে কি দেখছো আর নিজের মনে বকছো?”

“আমি টাকা দেখছি!” সেই ব্যবসায়ী বলল, “টাকাই হলো আমার আত্মীয়। আমি মাঝে মাঝে এই আত্মীয়র সঙ্গে আলাপ করে থাকি। এটা আমার অভ্যাস।”

এ কথা শুনে আফান্দী আর কোনো কথা না বলে ওখান থেকে বিদায় নিল।

ঘটনাচক্রে সেই ব্যবসায়ী একদিন বিপদে পড়ে আফান্দীর সাহায্য চাইতে এল। আফান্দী তার বুকে হাত বোলাতে বোলাতে খক্ খক্ করে কয়েক বার কেশে বলল:

“আমি অসুস্থ। তুমি তোমার আত্মীয়—টাকাকেই জিজ্ঞেস করো।” এ কথা বলে সে ব্যবসায়ীকে বিদায় করল।

বাদশার পায়ে চিমটি কাটা

একদিন বাদশা আফান্দীকে বললেন :

"তুমি আমার দেহে এমন এক দূষণীয় কাজ করো যা খুবই গুরুতর এবং আমার কল্পনাতীত।"

একদিন, বাদশা আফান্দীকে নিয়ে রাজোদ্যানে বেড়াচ্ছিলেন। বেড়াতে বেড়াতে এক নির্জন জায়গায় এলে আফান্দী চট করে বাদশার পায়ে একটি চিমটি কাটল।

"এরকম অশিষ্ট আচরণ করলে আমার সঙ্গে?" বাদশা চোখ রাঙিয়ে আফান্দীকে বললেন।

আফান্দী খিলখিল করে হেসে বলল :

"জাহাঁপনা, মাফ করুন! আমি আপনাকে বেগম সাহেবা মনে করেছিলাম।"

একথা শুনেই রাগে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বাদশা বললেন :

"বেওকুফ! তুমি আমাকে ছেড়ে আমার বেগমের পায়ে চিমটি কাটতে চাও!"

"জাহাঁপনা। আমার এই দূষণীয় কাজ কি আপনার কল্পনার বাইরে নয়?" আফান্দী বলল।

গাধা ধরা

একদিন, আফান্দী রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ পাশের এক বাড়ির উঠানে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে দরজায় খিল দিল। গৃহকর্তা তা দেখে বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল :

"ভাই, কি হয়েছে? তুমি আমার বাড়িতে ঢুকলে কেন?"

আফান্দী ব্যস্ত হয়ে বলল, "বাদশার কর্মচারীরা প্রজাদের গাধা ধরতে বেরিয়েছে। অনুগ্রহ করে আমাকে এখানে লুকিয়ে থাকতে দিন।"

"তোমার কি গাধা আছে?" গৃহকর্তা জিজ্ঞেস করল।

"না, নেই!"

"গাধা না থাকলে তোমার আর ভয় কি?"

"বাদশার কর্মচারীরা বাঘ ও নেকড়ের মতোই ভয়ঙ্কর। তারা গরিবদের দেখলেই তাদের গাধা মনে করে ধরে নিয়ে যায়। তাই আমি না লুকিয়ে পারলাম না।" আফান্দী জবাব দিল।

কবি

আফান্দীর এক বন্ধু ছিল। কবিতার 'ক'ও সে জানত না। তবু সে নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভেবে প্রায়ই বলত যে তার মনে কবির ভাব উদয় হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কবিতা লিখতে বসত। এই ভাবে সে অনেক খাতা ভরে ফেলল তার কবিতায়।

একদিন, এক নৈশভোজ হচ্ছিল। অনেক লোক তাতে যোগদান করতে এসেছিল। সেই কবিও সেখানে উপস্থিত ছিল। ভোজসভা চলাকালে সে চোখ বুজে ও ভুরু কুঁচকে রইল যেন তার কবিতা আকাশ থেকে পড়বে। কিছুক্ষণ

পর সে চোখ খুলে তুলি হাতে নিয়ে ভাবে বিভোর হয়ে মধুর পাত্রকে কালির পাত্র মনে করে তাতে তুলি ডোবালো। আফান্দী তা দেখে বলল :

"আমার প্রিয় কবি। এবারে তুমি বুদ্ধিমানের মতো কাজ করছো। আগে তুমি অনেক কবিতা লিখেছো, তবে সেগুলোর স্বাদ আমরা পাই নি। এবারে মধু দিয়ে কবিতা লিখলে তার স্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত হবো না।"

ভাগ্যিস্ গাছ থেকে পড়ল একটি ছোটো আখরোট

একদিন, আফান্দী একেলা তরমুজ ক্ষেতের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি আখরোট গাছের নিচে বসে ছিল, সে মাথা তুলে গাছে অসংখ্য আখরোট দেখে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল :

"খোদা পৃথিবীর জিনিস সৃষ্টি করার সময় সব তালগোল করে ফেলেছেন। দ্যাখো না, এই গাছের কাণ্ডটি কতো মোটা আর তার কতো ডাল! কিন্তু খোদা এর ফলগুলোকে করেছেন একেবারেই ছোটো। আর তরমুজের লতা কয়েক গজ লম্বা। সাবধানে পা না ফেললে এর লতা ভেঙ্গে যায়। অথচ খোদা তাতেই বড় বড় তরমুজ ফলান ......"

তার কথা মুখেই রয়েছে এমন সময় টুপ করে একটি আখরোট আফান্দীর মাথার উপরে পড়ল।

"ওঃ, আমার খোদা! আপনার ক্ষমতা অসীম!" আফান্দী

গদগদ হয়ে বলল, "ভাগ্যিস্ গাছ থেকে পড়ল একটি ছোটো আখরোট। যদি একটি তরমুজ আমার মাথায় পড়ত তাহলে আমি যেতাম কবরখানায় আর আমার সাত ছেলেমেয়ে যেত এতিমখানায়।"

কারণ আপনি বুড়ো হয়েছেন

আফান্দী যখন হাকিমের কাজ করত, তখন একদিন এক বুড়ো সওদাগর তার ভারী পা ফেলতে ফেলতে আফান্দীর কাছে এসে বলল :

"আমি উঠে দাঁড়ালে বসা মুস্কিল; বসলে আবার উঠে দাঁড়ানো মুস্কিল।"

"কারণ আপনি বুড়ো হয়েছেন।" আফান্দী বলল।

"আমার সারা অঙ্গে ও পেশীতে মাঝে মাঝে খিঁচুনি ধরে।"

"কারণ আপনি বুড়ো হয়েছেন।"

"কোনো খাবার খেলেই আমার বদহজম হয়।"

"এরও কারণ হলো আপনি বুড়ো হয়েছেন।"

সওদাগর রেগে আগুন হয়ে বললে :

"আফান্দী, তুমি কেমন হাকিম হে? একই কথা বার বার বলে যাচ্ছো?"

"আপনি এতো রেগে গিয়েছেন তারও কারণ হলো আপনি বুড়ো হয়েছেন।" আফান্দী শান্তভাবে জবাব দিল।

কাকে সবচেয়ে ভালোবাসো

একদিন সান্ধ্যভোজ শেষ করে আফান্দী তার দুই বিবির সঙ্গে বসে খোশগল্প করছিল। এমন সময় তার ছোটো বিবি আবদারের সুরে আফান্দীকে জিজ্ঞেস করল:

"মিঞা, তুমি দিদিকে বেশী ভালবাসো না আমাকে?"

দুই বিবিই পাশে থাকায় আফান্দীকে জবাব দিতে হলো:

"আমি তোমাদের দুজনকেই সমানভাবে ভালোবাসি।"

এমন জবাব ছোটো বিবির মনঃপূত হলো না। তাই সে আবার জিজ্ঞেস করল:

"আমাদের মধ্যে তো পার্থক্য আছে। তুমি কাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসো?"

"প্রত্যেক ফুলের নিজস্ব গন্ধ থাকে। তোমরাও আমার কাছে দুটি ফুল।" আফান্দীর জবাব হলো।

ছোটো বিবি নিজের উদ্দেশ্য হাসিল হলো না বলে মনে মনে অসন্তুষ্ট হলো। তাই, সে কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল:

"মিঞা, যদি নদী পার হওয়ার সময় আমাদের নৌকা ডুবে যায় তাহলে তুমি প্রথমে দিদিকে বাঁচাবে না আমাকে?"

আফান্দী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর মৃদু হেসে তার বড় বিবির দিকে তাকিয়ে বলল:

"ছেলের আম্মা, তুমি তো সাঁতার কাটতে জানো, তাই না?"

আপনার কথামতনই করব

ছেলেবেলায় আফান্দীর আব্বা যখন তাকে কোনো কিছু করার কথা বলতেন তখন সে ঠিক তার উল্টো কাজই করত। এটা তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই তার আব্বা নিরুপায় হয়ে তাকে কোনো কিছু করতে বলার সময় উল্টো কথাই বলতেন। যেমন, তাকে উঠতে বলতে চাইলে বসতে বলতেন, আর খেতে বলতে চাইলে বলতেন না খেতে। আফান্দীর এই অদ্ভুত অভ্যাসের কথা জমিদারও জানতে পারল।

একদিন, জমিদার আফান্দীকে এক বস্তা গম গাধার পিঠের ওপর চাপিয়ে তার সঙ্গে গমভাঙ্গার কলে যেতে বলল। পথে প্রায়-শুকনো একটি নদী পার হবার সময় গাধাটি নদীর মাঝখানে এসেই টলতে লাগল এবং কিছুতেই আর এগুতে চাইল না। গমের বস্তাটি গাধার পিঠের একদিকে ঝুলে পড়ে জলে পড়ার উপক্রম হলো।

তখন, জমিদার ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আফান্দীর আব্বার পন্থা অনুসারেই চিৎকার করে বলল:

"নাসেরুদ্দীন, তাড়াতাড়ি বস্তার হাল্কা দিকটা তুলে ধরো, হাল্কা দিকটা . . ."

আফান্দীও জলে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে জবাব দিল:

"হুজুর, আপনার কথা মতনই করবো।"

এই কথা বলে আফান্দী বস্তার হাল্কা দিকটা তুলে ধরল আর সেই সঙ্গে বস্তার মুখটিও খুলে দিল। অমনি ঝপ্ ঝপ্ করে জমিদারের এক বস্তা গম সব নদীর পেটে গেল।

পুকুরে কতো কলস জল আছে

একদিন, আফান্দী তার একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে পুকুর থেকে জল আনতে গেলে তার প্রতিবেশী জিজ্ঞেস করল :

"আফান্দী, এই পুকুরে কতো কলস জল আছে তা বলতে পারো ?"

"তুমি বলতে পারো ?" আফান্দী উল্টে তাকে প্রশ্ন করল।

"আমি জানি না।" প্রতিবেশী মাথা নেড়ে জবাব দিল।

"আমি জানি, তোমাকে বলছি!" আফান্দী বলল, "যদি আমার কলস এই পুকুরের শ'ভাগের এক ভাগ হয় তাহলে পুকুরের জল হবে একশো কলস, আর তা যদি হাজার ভাগের এক ভাগ হয় তাহলে তা হবে হাজার কলস।"

আল্লাকে অশেষ ধন্যবাদ

একবার আফান্দীর গাধাটি হারিয়ে গেলে সে কারো সঙ্গে দেখা হলেই বলত, "আল্লাকে অশেষ ধন্যবাদ!"

একথা তার বিবির কানে গেলে সে রেগে আফান্দীকে বলল :

"গাধা হারিয়ে গেছে তাতে আফসোস না করে উল্টে বার বার আল্লাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছো কেন ? তুমি না . . . . . . , তুমি না . . . . . ."

"বিবি," আফান্দী হাসতে হাসতে বলল, "আল্লাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে উপায় কি! আল্লার দোয়া ছিল বলেই তো আমি গাধায় চড়িনি। নইলে তোমার এই মিঞাও হারিয়ে যেত।"

নাসিকা গর্জন

একদিন, আফান্দী কোনো এক কাজে বন্ধুর বাড়িতে এল এবং রাত্রে বন্ধুর সঙ্গেই শুলো। তার বন্ধু বালিশে মাথা দেয়া মাত্র নাক ডাকতে শুরু করল। এই নাসিকা গর্জনে আফান্দী আর কিছুতেই ঘুমতে পারে না। তখন সে হাত

বাড়িয়ে নখ দিয়ে তার বন্ধুর মাথায় জোরে এক খামচি দিল।

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু জেগে উঠে জিজ্ঞেস করল:

"আফান্দী! তুমি আমার মাথায় খামচি দিলে কেন?"

"আমার মাথা চুলকাচ্ছিল।" আফান্দী নির্বিকারে জবাব দিল।

"বাজে কথা, মাথা চুলকাচ্ছিল তোমার আর খামচালে কিনা আমার মাথায়?" বন্ধুর স্বরে বেশ অসন্তোষ প্রকাশ পেল।

তাতে আফান্দী কৈফিয়ত দেয়ার সুরে বলল, "মাফ করো! তোমার নাক ডাকার ধাক্কায় আমার মাথা যে কোথায় উড়ে গিয়েছিল তা মালুম হয় নি। অন্ধকারে তা খুঁজে না পাওয়াতে এই অঘটন ঘটল।"

আত্মা উড়ে যেতে পারবে না

একদিন, বাদশা আফান্দীকে নিয়ে শিকার করতে যাবার সময় তাকে বললেন:

"আফান্দী, শিকারী ঈগল পাখিটিও সঙ্গে নিও!"

"জি, জাহাঁপনা।" এ কথা বলে আফান্দী শিকারী ঈগলকে একটি ঝুলির মধ্যে রেখে ঝুলিটি ঘোড়ার পিঠের উপরে রেখে নিজেও ঘোড়ায় চাপল।

তাঁরা গোবি মরুভূমিতে এলে আফান্দীর হাতে ঈগল নেই দেখে বাদশা উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন:

“শিকারী ঈগলটি কোথায় গেল, আফান্দী?”

“ঝুলির মধ্যে আছে, জাহাঁপনা।” আফান্দী জবাব দিল।

“ছিঃ ছিঃ!” বাদশা রাগে আগুন হয়ে গালি দিতে লাগলেন, “বেওকুফ, ঝুলির মধ্যে রেখেছো? ঈগল নিশ্চয় মরে গেছে আর তার আত্মাও উড়ে গেছে।”

“জাহাঁপনা, রাগ করবেন না!” আফান্দী ঝুলির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, “ঝুলির মুখ আমি দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে রেখেছি, ঈগলের আত্মা উড়ে যেতে পারবে না।”

চাঁদ ও সূর্য

একবার একটি লোক আফান্দীকে জিজ্ঞেস করল:

“চাঁদ ভালো না সূর্য ভালো?”

“চাঁদই ভালো!” আফান্দী জবাব দিল।

“কেন?”

“কারণ, দিনের বেলায় সূর্য না থাকলেও দুনিয়াতে আলোর অভাব হয় না। কিন্তু রাত্রে চাঁদ না থাকলে দুনিয়া অন্ধকারে ঢেকে যায়।”

পরোটা

আফান্দীদের গ্রামের এক সওদাগর ছিল হাড়কিপটে। তার বাড়িতে কোনো মেহমান এলে সে উইগুর জাতির প্রথানুযায়ী একটি বড় পরোটা খণ্ড খণ্ড করে কেটে খেতে না দিয়ে গোটাটাই টেবিলের উপরে রাখত। মেহমানকে তা খেতে না দেখলে সে তার নোকরকে পরোটা সরিয়ে নিয়ে যেতে বলত।

একবার, আফান্দী সওদাগরের বাড়ি এলে নোকর একটি মচমচে পরোটা নিয়ে যাওয়ার সময় সেটি হঠাৎ মাটিতে পড়ে গিয়ে কয়েক টুকরো হয়ে গেল। সওদাগর রেগে গিয়ে তার নোকরের গালে একটি চড় মারল। তা দেখে আফান্দী

পরোটার টুকরোগুলো একটি একটি করে তুলে সওদাগরের হাতে দিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলল:

"ভাই, দুখ্‌খু করো না! এই টুকরোগুলো নিয়ে এক মিস্ত্রীর কাছে যাও, সে তোমার পরোটা জোড়া লাগিয়ে দেবে।"

বাদশাকে দাওয়াত

একদিন, আফান্দী তার গাধায় চড়ে রাজপ্রাসাদে এসে বাদশাকে বলল:

"জাহাঁপনা, আমি আপনাকে দাওয়াত দিতে চাই। আপনার আপত্তি না থাকলে আগামীকাল এই বান্দার গরিবখানায় খেতে আসুন।" বাদশা রাজী হলেন।

আফান্দী বাড়ি ফিরে এসে তার উঠানে একটি উনুন বানাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তার বিবি তাকে এত ব্যস্ত দেখে জিজ্ঞেস করল:

"তুমি এতো ব্যস্ত কিসের?"

"আমি বাদশাকে বলেছি কাল আমাদের বাড়িতে খেতে আসতে।" আফান্দী বলল।

একথা শুনেই তার বিবি মুখ-ঝামটা দিয়ে বলল:

"তুমি . . . তুমি . . . আমরা রোজ শুধু জাউ রান্না করে খাই। ছেলেদের পায়ে জুতা নেই, পরণে ছেঁড়া কাপড়। বাদশাকে কি খাওয়াবে? আমার কথা শোনো! দাওয়াত বাতিল করে দিয়ে এসো।"

আফান্দী ভাবল তার বিবি ঠিক কথাই বলেছে। পরদিন সে একটি হাঁড়ি উল্টো করে উনুনের ওপর রেখে দিল। বাদশা তার সিপাইদের নিয়ে উপস্থিত হলেন। আফান্দী তাঁর কাছে এসে কুর্ণিশ করে তাঁকে উনুন দেখিয়ে দুঃখের সুরে বলল :

"জাহাঁপনা, খুবই আফসোসের কথা। আমার বাড়িতে যে সব জিনিস ছিল, তা সব বেগসাহেব আর জমিদার কেড়ে নিয়ে গেছেন। আপনাকে খাওয়ানোর মতো জিনিস আমার আর কিছুই নেই। বিশ্বাস না হয় দেখুন আমার উনুনের হাল!"

বাদশা রেগে তাঁর সিপাইদের নিয়ে ফিরে গেলেন।

ঘোড়দৌড় বনাম ষাঁড়দৌড়

বাদশা তাঁর শাহজাদাকে নিজের সেরা ঘোড়াটি দিয়ে তাকে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে বললেন। শাহজাদা যেতে যেতে পথে আফান্দীকে একটি ষাঁড়ের পিঠের ওপর বসে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল :

"আফান্দী, তুমি ষাঁড়ের পিঠের ওপর বসে কোথায় যাচ্ছো?"

"ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে যাচ্ছি।" আফান্দী জবাব দিল।

"ষাঁড় কি ঘোড়ার চেয়েও তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারে?"

"আমার এই ষাঁড় আপনার ঘোড়ার চেয়ে তাড়াতাড়ি দৌড়াতে পারে।"

"যদি আমি তোমার ষাঁড়ে বসে প্রতিযোগিতায় যোগদান করি, তাহলে আমি কি জয়ী হতে পারবো?"

"লায়েক শাহজাদা, এতে কি আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে?"

"ঠিক আছে! আমার ঘোড়াটা নিয়ে তোমার ষাঁড়টা আমাকে দাও।" একথা বলে শাহজাদা এক রকম জোর করেই আফান্দীর ষাঁড়টা নিয়ে তাকে নিজের ঘোড়াটা দিল।

আফান্দী ঘোড়ায় উঠে এক মুহূর্তে ঘোড়দৌড় প্রতি-যোগিতার মাঠে গেল এবং ঘোড়দৌড়ে সেই জয়ী হলো।

প্রতিযোগিতার শেষে সবাই বিদায় নিল। তখনো শাহজাদা ষাঁড়ের পিঠে চেপে মাঠ থেকে অনেক দূরে।

সমুদ্রের পানি

একজন লোক আফান্দীকে জিজ্ঞেস করল:

"সমুদ্রের পানি কেন লোনা?"

"সমুদ্রে অসংখ্য মাছ আছে। তাই মাছগুলো যাতে পচে না যায় সেজন্যে প্রাচীন কালের লোকেরা অঢেল লবণ সমুদ্রে ছড়িয়ে দিয়েছিল।"

তরোয়াল ও লাঠি

আফান্দী বাজারে বেড়াতে গিয়েছিল। হঠাৎ সে তরোয়াল হাতে একটি লোককে দেখে জিজ্ঞেস করল :

"তোমার এই তরোয়ালের দাম কতো?"

"দশ রৌপ্য মুদ্রা।" লোকটি জবাব দিল।

"খুব বেশী! খুব বেশী!"

"ঠিকই বলেছো! আমার এই তরোয়ালের বিশেষ গুণ আছে : তুমি এটিকে হাতে নিয়ে বুনো নেকড়ে মারতে গেলে এটি নিজে থেকেই তিন ফুট লম্বা হয়ে যাবে।"

একথা শুনে আফান্দী মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "এটা আর এমন কি আশ্চর্যের কথা! আমার বিবি যখন আমাকে মারে তখন তার হাতের লাঠিটি নিজে থেকেই এগিয়ে আমার মাথায় এসে পড়ে।"

ঝিমনি খুঁজে বেড়াচ্ছি

একদিন, মাঝরাতে আফান্দী রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় বাদশার সিপাইরা তাকে ধরে জিজ্ঞেস করল :

"আফান্দী, এই মাঝরাতে তুমি কেন এখানে ঘোরাঘুরি করছো?"

"তোমাদের দেখে ভয়ে আমার ঘুম পালিয়ে গেছে। আমি এখন ঝিমনি খুঁজে বেড়াচ্ছি।" আফান্দী জবাব দিল।

চিকিৎসক ও জল্লাদ

একটি লোক আফান্দীকে জিজ্ঞেস করল :

"চিকিৎসক আর জল্লাদের মধ্যে কি পার্থক্য ?"

"জল্লাদ প্রথমে জবাই করে তারপর চামড়া খুলে নেয় ; আর চিকিৎসক প্রথমে চামড়া খুলে নেয় তারপর জবাই করে।" আফান্দীর জবাব।

খোদার সাজা

আফান্দীর এক প্রতিবেশী ব্যবসায়ী ভীষণ কৃপণ ছিল। একদিন সে ঘরে বসে দরজা জানালা বন্ধ করে টাকার জন্যে খোদার কাছে দোয়া মাঙ্গছিল। আফান্দী ঘরের এক ফুকর দিয়ে একটি রৌপ্যমুদ্রা ফেলে দিল।

পরদিন ব্যবসায়ী আফান্দীকে দেখে একগাল হেসে বলল :

"ওহে, আফান্দী দ্যাখো, গতকাল খোদা আমাকে এই রুপোর টাকাটি দিয়েছেন।" একথা বলে সে পকেট থেকে একটি রুপোর টাকা বের করে তা আফান্দীর চোখের সামনে কয়েক বার দোলালো।

আফান্দী হাসতে হাসতে বলল, "ভাই, খোদাকে ধন্যবাদ জানিয়েছো ?"

"আঃ ?" ব্যবসায়ী কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলল,

“তখন আমি এ্যাতো খুশি হয়েছিলাম যে খোদাকে ধন্যবাদ জানাবার কথা আমার মনেই আসে নি।”

“সর্বনাশ! সর্বনাশ!” আফান্দী বলল, “তাহলে তুমি খোদার সাজার জন্যে ইন্তেজার করো।” একথা বলে সে ওখান থেকে চলে গেল।

পরদিন, ব্যবসায়ী আবার দরজা জানালা বন্ধ করে মোনাজাত করতে বসল। ঠিক সেই সময় আফান্দী ঘরের ছাদে উঠে একটি ফুকরের মধ্যে দিয়ে তার হাঁড়ি থেকে এক ঝাঁক মৌমাছি ছেড়ে দিল। অমনি মৌমাছিগুলো ব্যবসায়ীর মাথায় ও চোখে হুল ফুটাতে শুরু করল। ব্যবসায়ী চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন, আফান্দী দেখল ব্যবসায়ীর মুখ ফুলে ঢোল হয়ে গ্যাছে। সে কিছু না জানার ভান করে জিজ্ঞেস করল:

“ভাই? তুমি এমন কি সুস্বাদু খাবার খেয়েছো যে এক রাতের মধ্যেই এতো মোটা হয়ে গেলে?”

“তামাসা করো না, আফান্দী।” ব্যবসায়ী কাতরাতে কাতরাতে বলল, “তোমার কাছে লুকাবো না, এ হলো খোদার সাজা।”

পাগড়ীর কাপড়

আফান্দী তার পাগড়ীর কাপড় বাজারে বিক্রী করতে এলে এক চাষী তাকে জিজ্ঞেস করল:

“আফান্দী, এ তো আনকোরা কাপড়। তুমি বিক্রী করতে চাইছো কেন?”

"ভাই সত্যি কথা বলতে কি, " আফান্দী বলল, "এই কাপড় আমাকে একেবারে নাজেহাল করে দিচ্ছে — হাল্কাভাবে বাঁধলে আমার গলায় এসে পড়ে, শক্ত করে বাঁধলে আমার মাথা এঁটে ধরে। নইলে এমন আনকোরা কাপড় কেন বেচতে যাবো?"

গাছের ওপর দিয়ে পথ

কয়েকজন ছেলে একটি বড় গাছের নিচে খেলাধূলা করছিল। দূর থেকে আফান্দীকে আসতে দেখে তারা ফিস্‌ফিস্ করে বলল:

"আমরা আফান্দীকে বাজে কথা বলে গাছে চড়িয়ে তার বুটজুতা নিয়ে পালিয়ে যাবো।"

আফান্দী কাছে এলে ছেলেরা তাকে ঘিরে ধরে গাছের ডাল দেখিয়ে আব্দারের সুরে বলল:

"চাচা আফান্দী, এই গাছের ডালে পাখির বাসায় পাখির বাচ্চা আছে। আমরা গাছে চড়তে জানি না। মেহেরবানি করে গাছে উঠে বাচ্চাগুলো ধরে আমাদের দিন।"

"ঠিক আছে। আমি দেব।" আফান্দী তার পা থেকে বুটজুতা খুলে নিজের কোমরে বেঁধে গাছে চড়তে শুরু করল।

"চাচা আফান্দী," ছেলেরা চিৎকার করে উঠল, "বুটজুতা নিয়ে গাছে চড়তে আপনার কষ্ট হবে, নিচে ফেলে দিন। আমরা নজর রাখবো।"

"আমার লায়েক ছেলেরা, তার দরকার নেই," আফান্দী ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার অনেক কাজ আছে।

আর গাছের ওপর দিয়ে পথ আছে। তোমাদের পাখির বাচ্চা ধরে দিয়ে আমি সেই পথ দিয়েই বাড়ি ফিরে যাবো।”

অশ্রাব্য

একদিন, বিদেশ থেকে এক লায়েক আলিম এসে বাদশাকে একচল্লিশটি প্রশ্ন করলেন। বাদশা উত্তর দিতে না পেরে আফান্দীকে ডেকে আনালেন।

তখন আলিম বেশ দাম্ভিকভাবে আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন :

“আমার একচল্লিশটি সওয়াল ভিন্ন ভিন্ন হলেও এর জবাব তোমাকে এক কথায় দিতে হবে। ঠিক জবাব দেবার মতো ক্ষমতা তোমার আছে?”

“নিশ্চয়, আপনি বলুন।” আফান্দী আলিমকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে বলল।

আলিম এক এক করে একচল্লিশটি প্রশ্ন করার পর জিজ্ঞেস করলেন :

“এবার তোমার জবাব কি?”

“অশ্রাব্য।” আফান্দীর এক কথায় জবাব।

নিজে পরীক্ষা করে দ্যাখো

একবার অসাবধানতাবশতঃ আফান্দী পাঁচিল থেকে পড়ে গেলে সে টানটান হয়ে মাটিতেই শুয়ে রইল। এক পথিক এই অবস্থা দেখে আফান্দীকে উঠতে সাহায্য না করে পাশে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করল :

"তাড়াতাড়ি ওঠো! ব্যথা লেগেছে?"

"যদি সত্যিই জানবার সাধ থাকে ব্যথা লেগেছে কিনা, তাহলে একবার পাঁচিলের উপরে উঠে সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ে নিজে পরীক্ষা করে দ্যাখো, তখন বুঝবে।"

লোকেরা কেন বিভিন্ন দিকে যায়

একটি লোক আফান্দীকে জিজ্ঞেস করল:

"সকাল হতেই লোকেরা বাড়ি থেকে বের হয়ে কেন একই দিকে না গিয়ে বিভিন্ন দিকে যায়?"

"পৃথিবী যাতে একদিকেই হেলে না পড়ে তারই জন্যে লোকেরা দল বেঁধে বিভিন্ন দিকে যায়।" আফান্দী জবাব দিল।

ভাগ করে নামাজ পড়া

ফজরের নামাজ পড়ার পর ইমাম আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন:

"আফান্দী, তুমি শুধু ফজরের নামাজ পড়তে আসো কেন? কখনো তো তোমাকে জোহর, আছর, মাগারেব ও এশার নামাজ পড়তে দেখি না?"

আফান্দী চটপট জবাব দিল:

"আমরা পাঁচ ভাই। তাই, রোজকার নামাজ আমরা ভাগ করেই পড়ি: বড়ো পড়ে ফজরের নামাজ, মেজো পড়ে জোহরের নামাজ, সেজো পড়ে আছরের নামাজ, ন' পড়ে মাগারেবের নামাজ আর ছোটো পড়ে এশারের নামাজ। আমি হলাম বড়ো। তাই, আমি কেবল ফজরের নামাজই পড়ি।"

নামকরণ

একদিন, অন্য এক গ্রামের ইমাম আফান্দীর মেহমান হয়ে এলেন। তিনি ছিলেন খুবই লোভী আর কৃপণ। খেতে বসে টেবিলের ওপর ভালো ভালো খাবার দেখে তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। জিভের লালা সামলে তিনি বললেন :

"আফান্দী, এটা আমি খেতে পারি, ওটা খাওয়াও চলতে পারে। আমি এক এক করে প্রত্যেকটি পদের স্বাদ গ্রহণ করবো, কেমন?"

একথা বলে ইমাম টেবিলে রাখা সব খাবার গোগ্রাসে সাবাড় করে যখন মুখ মুছছেন সেই সময় আফান্দীর পাঁচ বছরের ছেলে খাবার ঘরে এল।

“ও কি তোমার ছেলে?” ইমাম জিজ্ঞেস করলেন।

“জি, হুজুর।”

“ওর নাম কি?”

“হারাম।”

“কি? ‘হারাম’ কি কারো নাম হয়?”

“হুজুর, আপনি কি বলেন নি যে এটা খাওয়া যায়, ওটাও খাওয়া যায়?” আফান্দী ইমামের ভুঁড়ির দিকে আঙ্গুল তাক করে বলল, “আপনি হয়ত আমার বাচ্চাটাকেও খেতে চাইবেন সেই ভয়ে ওর এই নাম দিয়েছি।”

চিত্রকর রোগ সারাতে পারেন

একবার, আফান্দী অসুস্থ হলে অনেক দিন ধরে তাকে শয্যাশায়ী হতে হয়। এই খবর পেয়ে তার বন্ধুরা এক এক করে তাকে দেখতে আসত। তাদের মধ্যে একজন বলল:

“আফান্দী, আমার মনে হয় এই গুরুতর রোগের কারণ হয়ত তোমার দেহে ভূত ঢুকেছে।”

“হতে পারে।”

“তাহলে আমি এক ওঝা আনবো যাতে সে ভূতকে তাড়িয়ে দিতে পারে। কেমন?”

“না, দোস্ত।” আফান্দী বলল, “গ্রামবাসীরা সবসময় বলে থাকে: দুর্জন লোকদের দেখে ভূত মাত্র তিনভাগ ভয় পায়। তুমি বরঞ্চ এক চিত্রকরকে ডেকে নিয়ে এসো, তিনি আমাদের জেলাশাসকের ছবি এঁকে আমার দরজার ওপর টাঙ্গিয়ে

দেবেন। ভূত জেলাশাসককে দেখেই পালিয়ে যাবে, আর আমার বাড়ি আসার সাহস পাবে না।"

আবার কেড়ে নেব

একরাত্রে, আফান্দী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন এক চোর তার বাড়িতে ঢুকল। আফান্দীর বিবি জেগে উঠে তাকে ঠেলতে ঠেলতে বলল :

"ওঠো, ওঠো, ঘরে চোর ঢুকেছে।"

আফান্দী জেগে উঠে বলল, "চুপ করো, তোমার আওয়াজ শুনে চোর পালিয়ে যাবে। সে যদি কিছু জিনিস খুঁজে পায় তাহলে আমরা তার হাত থেকে আবার কেড়ে নেব।"

পাখার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়া

আফান্দীর এক প্রতিবেশী মোরগের পালক দিয়ে কয়েক খানা পাখা তৈরী করে বাজারে বিক্রী করতে গেল। একজন ক্রেতা এসে তার পছন্দমাফিক একটি পাখা নিয়ে হাওয়া খাওয়ার সময় মোরগের পালকগুলো একটি একটি করে মাটিতে পড়ে গেল।

"ইস্? ভাই, এটা কি ধরণের পাখা হে?" ক্রেতা আশ্চর্য হয়ে বলল।

এক পাশে দাঁড়িয়ে আফান্দী প্রতিবেশীর অবস্থা বুঝে তার পক্ষ থেকে বলল :

"দোস্ত, তুমি এই পাখাটি কিনে নাও! আমার প্রতিবেশীর বানানো পাখা অন্যদের চেয়ে একেবারে ভিন্ন : অন্য লোকের পাখা হাতে ধরে পাখাকে নাড়াতে হয়; কিন্তু এর পাখা হাতে ধরে পাখার দিকে তাকিয়ে নিজের মাথাকে নাড়াতে হয়।"

আধা কোরান পাঠ

একদিন, আফান্দী কোনো কাজে তার বন্ধুর বাড়িতে এল। তখন তার বন্ধু কয়েকজন অতিথিকে খাওয়াচ্ছিল। সে আফান্দীকে দেখে মনে মনে ভাবল : বিনা নিমন্ত্রণে ও এসে গেল। ঠিক আছে, আমি ওর সঙ্গে অবাঞ্ছিত লোকের মতো ব্যবহার করব। এই ভেবে সে আফান্দীকে অর্ধেক খাবার খেতে দিল। ভোজের পর উপস্থিত সবাই আফান্দীকে তাদের কোরান পাঠ করে শোনাবার জন্যে অনুরোধ করল। আফান্দী অতিথিদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে কোরানের অর্ধেক অংশ পাঠ করল। অতিথিরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল :

"আফান্দী, তুমি কেবল কোরানের অর্ধেক পাঠ করলে কেন?"

"যতটা খাবার খেয়েছি ততটা কোরান পাঠ করেছি।" আফান্দী জবাব দিল, "কর্তা আমাকে আধা পেট খাইয়েছে তাই আল্লাকে আধা কোরান পাঠ করে শোনালাম।"

জাহান্নামে পড়ে যাবেন

একদিন, আফান্দী তার বাড়ির দরজার সামনে বসে ছিল। এমন সময় এক কাজী সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আফান্দী উঠে দাঁড়িয়ে সম্মানের সঙ্গে বলল:

"সেলাম-আলেকুম। হুজুর, কোথায় চলেছেন?"

কাজী আফান্দীর সঙ্গে একটু মস্করা করার জন্যে বেশ ডাঁটের সঙ্গে বললেন:

"আমি জান্নাতে বেড়াতে যাচ্ছি। তাতে কি তোমার ঈর্ষা হচ্ছে?"

"না, না!" আফান্দী বলল, "শুনেছি জান্নাত আকাশের সাত স্তর উপরে অবস্থিত। খুব হুঁশিয়ার থাকবেন। নইলে জাহান্নামে পড়ে যেতে পারেন।"

যেমনটি লাগে ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে

এক যুবক একটি সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে গাধার পিঠে চড়ে আফান্দীকে যেতে দেখে ব্যঙ্গ করে বলল:

"চাচা, গাধার পিঠে চড়ে যেতে কেমন লাগে?"

"বাচ্চু, যেমনটি লাগে ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে।" আফান্দী জবাব দিল।

আমি হলাম মোরগ

একবার, বাদশা আফান্দীকে সর্বসমক্ষে হাস্যাস্পদ করার জন্যে চল্লিশজন লোক ডেকে এনে প্রত্যেকের হাতে একটি করে ডিম দিয়ে তাদের কানে কানে কিছু বললেন। বাদশার তলব পেয়ে আফান্দী তাঁর সামনে হাজির হলে তিনি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে বললেন :

"দেশবাসীগণ! এখন তোমরা প্রত্যেকে একটি করে ডিম পেড়ে আমাকে দাও। যে ডিম পাড়তে পারবে না তাকে পরে এক হাজার ডিম ভেট দিতে হবে।"

ওই চল্লিশজন লোক তৎক্ষণাৎ হাত তুলে ডিম দেখিয়ে সমস্বরে বলল :

"জাহাঁপনা, এই যে আমার পাড়া ডিম।" তারপর তারা মুরগীর আওয়াজ করে ডাকতে লাগল।

কেবল আফান্দী চুপ করে রইল। তখন বাদশা তাকে জিজ্ঞেস করলেন:

"ওহে নাসেরুদ্দীন, তোমার পাড়া ডিম কোথায়?"

আফান্দী একবার বিদ্রূপপূর্ণ দৃষ্টিতে বাদশার দিকে চোখ বুলিয়ে নির্বিকার চিত্তে জবাব দিল:

"জাহাপনা! আমি হলাম মোরগ।" এ কথা বলেই সে মোরগের মতো "কক্কক কো" করে ডাকতে লাগল।

বাদশা নিরাশ হয়ে একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন।

এবারে বিবির কথা শোনো

শহরের কাজী লোকেদের প্রায়ই বলতেন:

"মেয়েদের চুল লম্বা কিন্তু তাদের দৃষ্টি খুব খাটো। কখনো ওদের কথামত কাজ করবে না!"

একথা আফান্দীর কানে গেলে সে কাজীর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করল:

"হুজুর, মেয়েদের কথা কি সত্যিই শুনতে নেই?"

কাজী ইতস্ততঃ না করে বললেন, "কখনো নয়, কখনো নয়।"

"খুব ভালো কথা।" আফান্দী বলল। "আমার বাড়িতে একটা ভেড়া আছে। আমার বিবি সেটি আপনাকে ভেট দেবার

কথা বলেছে। কিন্তু আমার তাতে ভীষণ আপত্তি। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ ঝগড়া হয়েছে। এবারে আপনার কথা শুনে আমাদের মধ্যে সেই ঝগড়ার অবসান হলো।'

"তবু," কাজী ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, "কোনো কোনো সময় মেয়েদের কথা শোনা মন্দ নয়। এবারে বিবির কথা শোনো।'

রাজভক্ত প্রজা

বাদশা আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন:

"তুমি কি একজন রাজভক্ত প্রজা?'

"অবশ্যই।" আফান্দী দ্বিধা না করে জবাব দিল।

বাদশা আফান্দীর রাজভক্তি পরীক্ষা করার জন্যে প্রাসাদের পুকুর দেখিয়ে হুকুম দিলেন:

"তুমি এখনি পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ো!"

আফান্দী ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রাসাদের বাইরের দিকে পা বাড়াল। বাদশা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন:

"এই আফান্দী, কোথায় যাচ্ছো?"

"বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি, " আফান্দী বলল, "আমার বন্ধুটি একজন জেলে, সে বেশ সাঁতার কাটতে পারে। আমি তার কাছ থেকে সাতার শিখে ফিরে এসেই পুকুরে ঝাঁপ দেব। সাঁতার না জেনে জলে ডুবে মারা গেলে আপনি কোথায় পাবেন আমার মতো একজন রাজভক্ত প্রজা?'

জিন-ছাড়া হইনি

একদিন, বাদশা কোনো এক বিষয় উজীরেআজমের সঙ্গে আলোচনা করার কথা ভাবলেন। ভোর হতেই তিনি আফান্দীকে নির্দেশ দিলেন :

"আফান্দী, তুমি ঘোড়ায় উঠে এবং জিন না ছেড়ে উজীরেআজমকে ডেকে আনবে।"

"জি, হুজুর।" আফান্দী ঘোড়ায় উঠে উজীরেআজমের বাড়িতে এসে হাজির হলো। সে ঘোড়া থেকে নামল এবং জিনও ঘোড়া থেকে নিয়ে উজীরেআজমের উঠানে রেখে তার ওপর বসে রইল।

"আফান্দী, তুমি কি আমার সঙ্গে তামাশা করছো?" উজারেআজম আফান্দীর কোনো কথা না শুনে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন।

আফান্দী দরজার সামনে জিনের ওপরে বসে রইল। বিকাল হয়ে গেল। তখন সে দরজায় আঘাত করে চেঁচিয়ে বলল :

"হুজুর, বাদশা আপনার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণবিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান। শিগ্‌গির প্রাসাদে যান।"

উজীরেআজমের প্রাসাদে পেঁাছাতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। বাদশা রেগে আগুন হয়ে আফান্দীকে সাজা দিতে চাইলেন।

আফান্দী যা যা ঘটেছিল তা সব বর্ণনা করে বেশ জোর দিয়েই বলল, "জাহাঁপনা, আমি আপনার হুকুম বর্ণে বর্ণে তামিল করেছি, কখনো জিন-ছাড়া হই নি।"

নিরুপায় হয়ে বাদশা হাত নেড়ে আফান্দীকে ওখান থেকে চলে যেতে বললেন।

নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ো

শীতকালের একটি দিনে আফান্দী জ্বালানি সংগ্রহ করে তা গাধার পিঠে চাপিয়ে বাড়ি ফিরছিল। তখন খুব ঠাণ্ডা পড়ায় সে হি হি করে কাঁপতে লাগল।

“আমার গাধারও ঠাণ্ডা লাগছে নিশ্চয়।” আফান্দী মনে মনে ভাবল, “ঠাণ্ডায় জমে যাবে, তার চেয়ে যে জ্বালানি ও বয়ে চলেছে তাতে আগুন দিলে গরম বোধ করবে।”

এই কথা ভেবে সে দেশলাই বের করে জ্বালানিতে আগুন

দিল। অমনি শুকনো জ্বালানি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আর তার গাধা ভয় পেয়ে জোরে দৌড়তে লাগল। আফান্দী তার পিছনে ধাওয়া করতে করতে চীৎকার করে বলতে লাগল :

"যদি বুদ্ধিমান হও তাহলে শিগ্‌গির নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ো!"

মেটে ভাজার কৌশল

একসময়, আফান্দী মোল্লার কাজ করত। একবার, সে বাজার থেকে বড় এক খণ্ড ভেড়ার মেটে কিনল। দোকানদার তাকে কেমন করে মেটে ভেজে খেতে হয় বললে সে নিখুঁৎ-ভাবে তা এক টুকরো কাগজে লিখে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

বাড়ি ফিরে এসে আফান্দী ঐ মেটে তার উঠোনের একটি খুঁটিতে ঝুলিয়ে রেখে উনুন জ্বালাবার তোড়জোড় করতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ একটি বাজ পাখি ছোঁ মেরে ঐ মেটে খণ্ডটি নিয়ে উড়ে গেল। আফান্দী দূরে উড়ন্ত বাজ পাখির দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে কাগজের টুকরোটি বের করে নাড়াতে নাড়াতে বলল :

"বেওকুফ, ছোঁ মেরে নিয়ে গেলেও খেতে পারবি না। এই দ্যাখ, মেটে ভাজার কৌশল আমার এই কাগজে লেখা রয়েছে।"

সমুদ্র দর্শন

আফান্দী কখনো সমুদ্র দেখে নি। একদিন, তার কয়েক বন্ধু তাকে নিয়ে সমুদ্রের পাড়ে বেড়াতে এল। আফান্দী একদিকে তাজা সবুজ ঘাস আর একদিকে সীমাহীন সমুদ্রের নীল জলরাশির দিকে তাকিয়ে বিমোহিত হয়ে বলল :

"ওঃ! কী সুন্দর! এই জায়গাটা বন্যার জলে তলিয়ে না গেলে কতো ভালো প্রাকৃতিক পশুচারণ ভূমি হতে পারত!"

আপনি নিজেই জবাব দিন

ছেলেবেলায় আফান্দী যখন মাদ্রাসায় পড়ত তখন একবার পরীক্ষার সময় মৌলবী আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন :

"নাসেরুদ্দীন, তুমি একটি বড়ো সওয়ালের উত্তর দিতে চাও, না দুটো ছোটো সওয়ালের উত্তর দিতে চাও?"

আফান্দী একটু ভেবে জবাব দিল :

"আমাকে একটি বড়ো সওয়াল জিজ্ঞেস করুন।"

মৌলবী জিজ্ঞেস করলেন, "মানুষেরা কোথা থেকে আসে।"

আফান্দী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "মা জন্ম দেয়।"

মৌলবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "জন্ম দেয়ার আগে?"

আফান্দী বলল, "এই দ্বিতীয় সওয়ালটি হলো ছোটো সওয়াল। এটি আপনি নিজেই জবাব দিন।"

কাজীর চক্ষুশূল

যখন আফান্দী হাকিমের কাজ করত, তখন এক কাজী এক চোখে সাদা পট্টি বেঁধে আফান্দীর কাছে এসে বললেন :

"আফান্দী, আমার এই চোখে বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে, এর চিকিৎসা করো ।"

আফান্দী কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

"তুমি কথা বলছো না কেন? মনে হচ্ছে আমার রোগ সারাবার মতো ক্ষমতা তোমার নেই।" কাজীর স্বরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেল।

একথা শুনে আফান্দী কিছুক্ষণ হো হো করে হেসে তারপর বলল, "হুজুর, আপনার চোখের ব্যারাম সারানো খুবই সহজ। আমার কাছে আসার দরকার ছিল না। তাই, আমি চুপ করে ছিলাম।"

"তুমি সারাতে পারো? কেমন করে সারাবে?"

আফান্দী নিরুদ্বেগে জবাব দিল, "এক গরিব লোকের দাঁত-ব্যথা হলে আমি সেই দাঁতটি তুলে দিলে তার যন্ত্রণার লাঘব হয়। এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি আপনি বাড়ি ফিরে গিয়ে যে-চোখটিতে যন্ত্রণা ভোগ করছেন সেই চোখটি তুলে ফেলুন তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। এটাই কি উত্তম ব্যবস্থা নয়?"

দেয়াল কার্পেট

একবার আফান্দী সূক্ষ্ম কাজের একটি সুন্দর দেয়াল কার্পেট বানালো। তারপর সেটা নিয়ে রাজধানীতে গেল বিক্রী করতে।

“মিঞা, দেয়াল কার্পেটের দাম কতো?” বাদশার ছোট বেগম প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

“গরিব আওরৎ কিনতে চাইলে দশ রৌপ্যমুদ্রা দিতে হবে; আমীর আওরৎ চাইলে কুড়ি রৌপ্যমুদ্রা দিতে হবে; আর আপনি কিনতে চাইলে এর দাম ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা মাত্র।” আফান্দী বলল।

“বুঝেছি। তোমার কথার অর্থ এই যে, যার মর্যাদা যত বেশী সে তত বেশী দাম দেবে।” বাদশার ছোট বেগম মৃদু হাসি হেসে বললেন, “ঠিক আছে। মিঞা, আমার কাছেই বিক্রী করো।” একথা বলে তিনি আফান্দীকে কার্পেটটি নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে আসতে বললেন।

আফান্দী প্রাসাদের প্রবেশ দ্বারে এসেই বেশ স্বর উঁচু করেই বলল, “যদি দুনিয়াতে দুটি সুন্দর দেয়াল কার্পেট থাকে, তাহলে আমারটা তাদের মধ্যে একটি। যদি দুনিয়াতে মাত্র একটিই থাকে, তাহলে সেটা আমার এইটে।”

আফান্দী টাকা হাতে নিয়েছে এমন সময় বাদশার বড় বেগম সোরগোল শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। কার্পেটটি তাঁরও পছন্দ হলো এবং তিনি আফান্দীকে বললেন, “মিঞা, আমার কাছে বিক্রী করো।” একথা শেষ করে তিনিও আফান্দীর হাতে ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রা দিলেন।

“এটা আমার!” “এটা আমার।” বাদশার দুই বেগমের মধ্যে বেশ ঝগড়া বেঁধে গেল। তাঁরা পরস্পরকে গালিও দিতে লাগলেন। গালি দিতে দিতে তাঁদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হলো। বেগমদের চ্যাঁচামেচি শুনে বাদশা বেরিয়ে এসে বললেন:

"তোমরা থামো! আফান্দীকেই জিজ্ঞেস করো সে কাকে বিক্রী করবে এই কার্পেট? তা হলেই তো সব ব্যাপার মিটে যাবে।"

দুই বেগম একই সঙ্গে আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলে আফান্দী উত্তরে বলল, "আপনাদের মধ্যে যিনি বাদশার প্রিয় বেগম হবেন, আমি তাঁর কাছেই বিক্রী করব।" এ কথা বলে সে হাতে ষাটটি রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

বিবেকও দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো

একবার, আফান্দী, মাংস কিনতে এসে কসাইকে বলল:

"তুমি মাংস বিক্রী করার সময় ওজনে ফাঁকি দাও। তোমার বিরুদ্ধে অনেকে নালিশ করেছে।"

কসাই বলল, "জানো? এই শহরে আর কোনো দাঁড়িপাল্লার খোঁজ পাবে না যা আমার এই দাঁড়িপাল্লার মতো নিখুঁৎ।"

"খুব ভালো কথা!" আফান্দী বলল, "তাহলে তোমার বিবেকও এই দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো, দেখি ওজন নিখুঁৎ হয় কিনা।"

স্বপ্নের অর্থ

একরাত্রে বাদশা একটি স্বপ্নে দেখলেন যে এক গরিব রাজপ্রাসাদে ঢুকে তাঁর সব দাঁত তুলে নিয়ে গেল। পরদিন বাদশা এক উজীরকে ডেকে স্বপ্নের কথা বললেন এবং তার অর্থ কি জানতে চাইলেন।

"আপনার স্বপ্নের অর্থ এই যে, আপনার আগে বেগম ও শাহজাদার ইন্তেকাল হবে।"

বাদশা ক্ষেপে আগুন হয়ে উজীরের মৃত্যুদণ্ড আদেশ দিয়ে স্বপ্নের অর্থ কি তা জানতে আফান্দীকে ডেকে আনালেন।

"আপনার স্বপ্নের অর্থ খুবই গভীর," আফান্দী একটু ভেবে বলল, "বেগম ও শাহজাদার চেয়ে আপনার আয়ু দীর্ঘ হবে।"

বাদশা আহ্লাদে আটখানা হয়ে আফান্দীকে অনেক বখশিশ দিলেন।

চিন্তিত না হয়ে পারি না

আফান্দীর গাধা মারা গেলে সে খুব শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তার এক বন্ধু এই খবর শুনে তাকে সান্ত্বনা দিতে এসে বলল :

"আফান্দী, দুঃখ করো না। গাধার কথা বাদ দাও, আমাদেরও তো একদিন কবরে যেতে হবে।"

"ওঃ, আমি সেজন্যে দুঃখ করছি না।" আফান্দী মুখে হাসি টেনে বলল, "আমার মনে হয় কবরে হেঁটে যাওয়া থেকে গাধায় চড়ে যাওয়া অনেক আরামপ্রদ।"

দোষ আমার

আফান্দীর দুটি মেয়ে ছিল। একজনের নাম ফাতিমা, আরেকজনের নাম জহরা। ফাতিমার বিয়ে হয়েছিল এক কৃষকের সঙ্গে আর জহরার হয়েছিল এক রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে। বিয়ের কিছু দিন পর দুই বোন একই সঙ্গে আফান্দীকে

দেখতে এল। নৈশভোজ শেষ করে তারা উনুনের পাশে বসে মনের আনন্দে গল্পসল্প করছিল।

ফাতিমা খুব ভক্তি সহকারে বলল :

"আব্বা, তোমার এখন অনেক বয়স হয়েছে। হাঁটতে চলতে তোমার খুবই অসুবিধা হয়। যদি এবছর খোদা কয়েক পসলা বৃষ্টি দেন, তাহলে তোমার দামাদ শরৎকালে ভালো ফসল পাবে। তখন সে নিশ্চয় তোমাকে একটি ঘোড়া কিনে দেবে।"

জহরা মিষ্টি সুরে বলল :

"আব্বা, সত্যিই তুমি বুড়ো হয়ে গেছ। রোজ দুধ না খেলে স্বাস্থ্য কেমন করে টিকে থাকবে? যদি এই বছরে খরা হয়, তাহলে অনেক বাড়িঘর তৈরী হবে এবং ঘর মেরামত হবে। তখন তোমার দামাদ অনেক রোজগার করবে। শরৎকালে সে তোমাকে একটি গরু কিনে দেবে।"

আফান্দী এই কথা ভালো করে শুনে হাসি মুখে বলল :

"আঃ, পিয়ারী বেটী, তোমাদের মধ্যে একজন বৃষ্টি চাইছো আর একজন চাইছো খরা। মনে হচ্ছে আমি যেন এখনি ঘোড়ায় চড়ে তাজা দুধ খাচ্ছি। আগে যদি জানতাম তোমাদের মনের কথা তাহলে তোমাদের উট পালনকারীদের সঙ্গেই বিয়ে দিতাম। সব আমারই দোষ।"

জন্মরাশি

এক নামজাদা ইমাম আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন :

"আফান্দী, তোমার বয়স কতো? তোমার জন্মরাশি কি?"

“আমার বয়স এখন বাহান্ন। আমার জন্মরাশি ড্রাগন।” আফান্দী জবাব দিল।

“ভুল।” ইমাম আঙ্গুল গুনে বললেন, “তোমার রাশি সর্প।”

আফান্দী হাসতে হাসতে বলল, “হুজুর, আপনার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে মূর্খামিকে ভাগিয়ে দিন, তাহলেই আমি যে হক কথা বলেছি তা বুঝতে পারবেন। আপনি ঠিকই বলেছেন আমার জন্মরাশি সর্প। কিন্তু বাহান্ন বছর কেটে গেছে। আর এই দীর্ঘ বাহান্ন বছরে সব সাপ বড় হতে হতে ড্রাগনেই পরিণত হয়েছে।”

একথা শুনে ইমাম কিছু বলতে চাইলেও আফান্দীর এই বক্তব্য খণ্ডনের কোনো যুক্তি খুঁজে না পেয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে ওখান থেকে বিদায় নিলেন।

জ্ঞান পরীক্ষা

একবার, গ্রামবাসীরা আফান্দীর জ্ঞান পরীক্ষা করার জন্যে তাকে জিজ্ঞেস করল:

“আফান্দী, বলো তো কাক কুয়ায় পড়ে গেলে কতো জালা জল বাইরে তোলার পর সেই জল শুদ্ধ হবে?”

আফান্দী কিছুমাত্র চিন্তা না করে জবাব দিল:

“কাক এ্যাতো ধূর্ত যে কখনো কুয়ার মধ্যে পড়বে না।

মুখ মেরামত

ছেলেবেলায়, একবার আফান্দী তার প্রতিবেশীর ছেলের সঙ্গে মারামারি করে কাপড়চোপড় ছিঁড়ে বাড়ি ফিরে এল।

আফান্দীর এই অবস্থা দেখে তার আম্মা ভীষণ রেগে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

"তুমি আবার মারামারি করেছো ? কাপড়-চোপড় সব ফালি ফালি করে নিয়ে এসেছো? সব ছেড়ে দাও, আমি সেলাই করে দিচ্ছি।"

"আম্মা, গোশ্‌শা করো না," আফান্দী বলল, "তোমাকে শুধু আমার কাপড়ই সেলাই করতে হবে। ওই ছেলেটা বাড়ি ফিরলে ওর আম্মাকে ওর মুখ মেরামত করতে হবে।"

নতুন পোশাক পরার দরকার নেই

আফান্দী যখন খ্যাতি অর্জন করে নি তখন সে প্রায়ই মলিন পোশাক পরে ঘুরে বেড়াত। একদিন, তার এক বন্ধু অসন্তোষের স্বরে বলল :

"আফান্দী, এই পোশাকে লোকের সামনে বের হওয়া ঠিক নয়। একটি নতুন পোশাক পরলে কি ভালো হয় না?"

"কেউ আমাকে চেনে না। তাই নতুন পোশাক পরার দরকার নেই।" আফান্দী জবাব দিল।

অনেক বছর পর, আফান্দীর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেই বন্ধু আফান্দীকে আগের মতোই পুরানো পোশাক পরতে দেখে কয়েকটি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে তাকে নতুন পোশাক না পরার কারণ জিজ্ঞেস করল।

"সবাই আমাকে চেনে। নতুন পোশাক পরার দরকার নেই।" আফান্দীর জবাব।

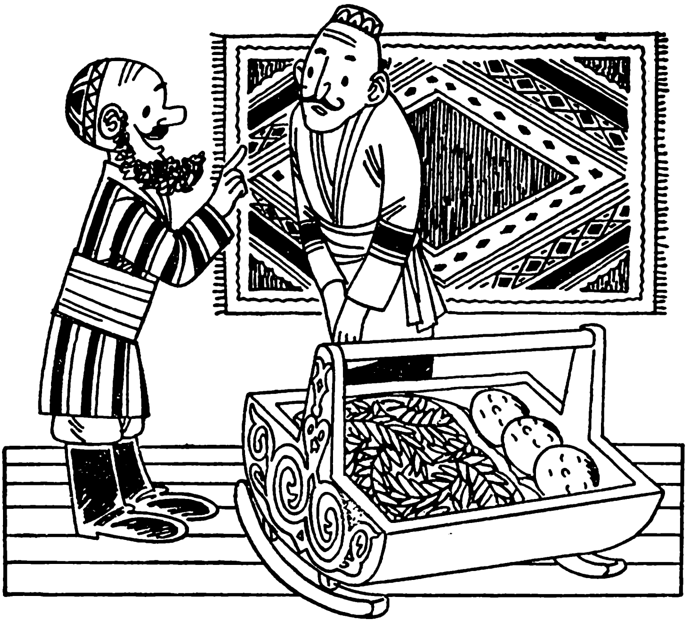

ভাগ্যিস 'চল্লিশ দস্যু' কিতাবটি পড়ে নি

আফান্দীর এক বন্ধুর বিবি এক সঙ্গে তিনটি সন্তান জন্ম দিল। আফান্দী অভিনন্দন জানাতে এলে তার বন্ধু ফলাও করে বলল :

"আমার বিবি গর্ভ ধারণের সময় 'তিন ভাই' নামে একটি কিতাব পড়ত। তাই সে একবারে তিনটি ছেলের জন্ম দিয়েছে।"

"খোদাকে ধন্যবাদ জানাও।" আফান্দী বলল, "তোমার বিবি ভাগ্যিস্ 'চল্লিশ দস্যু' কিতাবটি পড়ে নি।"

আপনি নিজেই ওকে জাগিয়ে তুলুন

একদিন, নামাজ পড়ার সময় ইমাম একটানা কোরান পাঠ করতে লাগলেন। আফান্দীর পাশে বসা এক ব্যক্তি এই পাঠ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল।

"আফান্দী।" ইমাম বললেন, "তুমি ওকে জাগিয়ে তোলো!"

"আপনিই ওকে ঘুম পাড়িয়েছেন, আপনি নিজেই ওকে জাগিয়ে তুলুন।" আফান্দী বলল।

কিতাব বিক্রী

আফান্দী রাস্তার পাশে বসে কিতাব বিক্রী করছিল এমন সময় তার একজন পরিচিত লোক এসে তাকে জিজ্ঞেস করল :

"আফান্দী, তোমার ব্যবসা কেমন চলছে?"

"বলার মতো নয়।"

"কেন?"

"কারণ তো পরিষ্কার।" আফান্দী উত্তরে বলল, "এই যুগে ধনী লোকেরা কিতাব পড়ে না। কিতাব পড়তে ইচ্ছুক লোকেদের কেনার পয়সা নেই।"

পরীক্ষা করার জন্যে রাখছি

আফান্দীর বয়স ষাট পার হলে সে এক দিন বাজার থেকে কয়েকটি কাকের বাচ্চা কিনে এনে খাঁচায় রেখে তাদের লালনপালন করতে লাগল। এটা তার বিবির পছন্দ হলো না, সে জিজ্ঞেস করল :

"তোমার এতো বয়স হলো তবু কাক পোষার বদখেয়াল ?"

"এগুলি পোষার জন্যে নয়, পরীক্ষা করার জন্যে রাখছি," আফান্দী বলল, "শুনেছি কাকেরা একশো বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। এটা সত্যি কি না তা স্বচক্ষে দেখতে চাই।"

রায় দান

তখন আফান্দী কাজী ছিল। একদিন দুটি লোক একটি ছাগলছানা টানতে টানতে কাজীর আদালতে হাজির হলো।

একটি লোক বলল, "এই ছাগলছানা আমার। এই লোকটি জবরদস্তি করে বলছে তার।"

অন্য লোকটি বলল, "হুজুর, ও মিছে কথা কইছে। এই ছাগলছানা যে আমার তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু ও আমার কাছ থেকে জোর করে নিতে চায়।"

আফান্দী এ কথা শুনে তাদের আগাপাস্তলা দেখে নিয়ে বলল :

"তোমরা ছাগলছানাটি সামনের চত্বরে রেখে যার যার ছাগল নিয়ে এসো। তারপর আমি রায় দেব।"

লোক দুটি যার যার ছাগল নিয়ে এল। একজনের ছাগল চত্বরে ঢোকামাত্র ছাগলছানা ভ্যা-ভ্যা করে ডাকতে লাগল। তার ডাক শুনে ছাগলও ভ্যা-ভ্যা করে সাড়া দিয়ে ছাগলছানার কাছে দৌড়ে গেল। ছাগল মাথা নাড়লে ছাগলছানাও লেজ নাড়ল। তারা পরস্পরের গা চাটতে লাগল। অন্য লোকটির ছাগল চত্বরে ঢোকার একটু পরই লাফ দিয়ে বাইরে চলে গেল।

আফান্দী ছাগলছানার পাশে দাঁড়ানো ছাগলের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বলল :

"ওই ছাগল যার, এই ছাগলছানা তার।"

আজগুবী স্বপ্ন

একবার, আফান্দী দুই বন্ধুর সঙ্গে পোলাও রান্না করার সময় লক্ষ্য করল হাঁড়ির চাল খুব কম। তখন সে হাঁড়ির ওপর ঢাকনি রেখে তার বন্ধুদের উদ্দেশে বলল :

"আমার একটি প্রস্তাব আছে। আমরা তিনজন ঘুমোতে যাবো আর প্রত্যেকে একটি করে স্বপ্ন দেখব। যার স্বপ্ন সবচেয়ে আজগুবী হবে সেই পোলাও খাবে।"

বন্ধু দুটি রাজী হলো।

তারা তিনজন গাছের নীচে উনুনের কাছে শুয়ে ঘুমোতে লাগল। কিছুক্ষণ পর, এক বন্ধু আফান্দী ও অন্য বন্ধুর নাকডাকা শুনে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে পা টিপে টিপে হাঁড়ির

ঢাকনি খুলে তা থেকে পোলাও বের করে থালায় রেখে মুঠ মুঠ করে এক নিমেষে খেয়ে ফেলল। তারপর, আবার ঢাকনি স্বস্থানে রেখে মুখ ধুয়ে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর, আফান্দী বন্ধুদের জাগিয়ে তুলে বলল :

"বলো, তোমাদের আজগুবী স্বপ্নের কথা। প্রথমে বলবে কে ?"

"আমি, আমি প্রথমে বলব।" যে চুরি করে পোলাও খেয়েছিল সে গম্ভীরভাবে বলল, "স্বপ্নে দেখলাম আমি এক খণ্ড কালো ও ভারী মেঘে বসে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উড়ে যাচ্ছি। কেমন ? আমার স্বপ্নটাই কি আজগুবী নয় ?"

আসলে ওই বন্ধু যখন চুরি করে পোলাও খাচ্ছিল, তখন আফান্দী আধা চোখ বুজে সব দেখে ফেলেছিল। সে ওই বন্ধুর মাথার দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বলল :

"সর্বনাশ, সর্বনাশ! স্বপ্নে আমি দেখলাম, এক কালো মেঘ আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উড়ে যাবার সময়ে তার মধ্যে থেকে একটা কালো কুকুর লাফিয়ে এসে আমাদের পোলাও সব খেয়ে ফেলল, হাঁড়ি খুলে দ্যাখো তো সত্যিই তাই হয়েছে কিনা!"

দাম্ভিক ছেলে

আফান্দীর গ্রামে একটি ছেলে ছিল। সে সব সময় নিজের বড়াই করে বলে বেড়াত :

"আমি ছোটো হলেও আমার মাথা আছে। দুনিয়াতে এমন কোনো লোক জন্মায় নি যে আমাকে বোকা বানাতে পারে।"

একদিন, আফান্দী তাকে জিজ্ঞেস করল:

"সত্যিই কি দুনিয়াতে এমন কোনো লোক জন্মায় নি যে তোমাকে বোকা বানাতে পারে?"

"আলবৎ নেই।" ছেলেটিদা স্তিকের মতো জোর গলায় বলল।

"বাচ্চু, রয়ে সয়ে কথা বলো!" আফান্দী বলল, "আমি এখুনি এমন এক ছোটো ছেলের খোঁজে চললাম যে এসে তোমাকে বোকা বানিয়ে দেবে। তুমি এখান থেকে একপাও নড়বে না। আমার অপেক্ষায় থেকো।" এ কথা বলে আফান্দী চলে গেল।

দাম্ভিক ছেলেটি ওখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে বেলা দুপ্রহর হয়ে এল। তবু আফান্দীর ফিরে আসার নাম নেই। তখন এক পথিক তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল:

"বাছা, এই ভীষণ রোদে দাঁড়িয়ে কার ইন্তেজার করছো?"

সেই ছেলেটি জবাব দিল, "আফান্দী এমন একটি ছেলের খোঁজে গেছে যে এসে আমাকে বোকা বানাবে। আমি তারই জন্যে এখানে অপেক্ষা করছি।"

"হুঁ! আফান্দীই তোমাকে বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল।" পথিক বলল।

আঙ্গুরের রস

একদিন, এক প্রতিবেশী আফান্দীকে জিজ্ঞেস করল :

"আফান্দী, শুনেছি তোমার বাড়িতে নাকি চল্লিশ বছরের পুরনো আঙ্গুরের রস রাখা আছে। এটা কি সত্যি?"

"জি, সত্যি কথা।" আফান্দী জবাব দিল।

"খুব ভালো কথা, আফান্দী, কিভাবে আঙ্গুরের রস চল্লিশ বছর পর্যন্ত রাখতে পারলে? আমাকে একটু রস দেবে?" সেই প্রতিবেশী বলল।

"যদি প্রত্যেকে আমার কাছ থেকে একটু একটু করে আঙ্গুরের রস চেয়ে নিয়ে যেত তাহলে তা অনেক আগেই খতম হয়ে যেত, চল্লিশ বছর পর্যন্ত টিকত না!"

স্বাদ একই

একদিন আফান্দী ঝুড়ি ভর্তি আঙ্গুর নিয়ে বিক্রী করতে বাজারে গেল। পথে এক দল ছেলের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। তারা আফান্দীর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে সমস্বরে বলল :

"আফান্দী, আমাদের প্রত্যেককে এক গোছা করে আঙ্গুর দাও! কেমন?"

আফান্দী এত বেশী ছেলে দেখে মনে মনে ভাবল : প্রত্যেককে এক গোছা করে দেয়ার মতো আঙ্গুর তো ঝুড়িতে

নেই। কাজেই সে এক গোছা আঙ্গুর তুলে প্রত্যেক ছেলেকে একটি করে আঙ্গুর দিল। তখন ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল :

"আফান্দী, এই কি তোমার আঙ্গুর দেয়ার ছিরি?"

আফান্দী হেসে বলল, "এক গোছা আঙ্গুর খাও বা একটি আঙ্গুরই খাও, স্বাদ একই।"

আসল বয়স

একদিন, জমিদারের বিবি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ সেজেগুজে তারপর হেলে দুলে বাজারের দিকে চলল। পথে,

আফান্দীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। আফান্দী একবার তাকে আগাপাস্তলা দেখে বলল :

"ইঃ ? আজ আপনাকে একজন যুবতী বলেই মনে হচ্ছে ?"

জমিদারের বিবি গদগদ হয়ে বলল :

"তাই বুঝি ? হি হি, তুমি আন্দাজ করে বলো তো আমার বয়স কতো ?"

আফান্দী বলল, "আপনার মুখ দেখলে মনে হয় বয়স সতের, দেহ দেখলে মনে হয় ষোলো, বেণী দেখলে মনে হয় ন', ভুরু দেখলে মনে হয় মাত্র আট।"

এই মন্তব্য শুনে জমিদারের বিবি বেশ উল্লসিত হয়ে উঠল এবং মৃদু হেসে বলল :

"আফান্দী, তামাশা রেখে সত্যি করে বলো, তোমার আন্দাজ মতো আমার বয়স কতো ?"

আফান্দী হাসতে হাসতে বলল :

"এই মাত্র আমি যে চারটি সংখ্যা বললাম সেগুলি যোগ করলে যে সংখ্যা দাঁড়ায় সেটাই আপনার সত্যিকারের বয়স।" একথা বলে আফান্দী ওখান থেকে সরে পড়ল।

ঘোড়ার ঘটক জমিদার

একদিন, জমিদার এক মদ্দা ঘোড়ায় চড়ে আর আফান্দী এক মাদী ঘোড়ায় চড়ে পাশাপাশি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ, জমিদারের ঘোড়াটি আফান্দীর ঘোড়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে চিঁহি করে ডেকে উঠল। জমিদার আফান্দীর সঙ্গে মস্করা করার জন্যে বলল :

"আফান্দী, আমার ঘোড়া তোমার ঘোড়ার প্রেমে পড়েছে, সে তোমার ঘোড়াকে বিয়ে করতে চায়।"

জমিদারের কথা শেষ হতে না হতে আফান্দীর ঘোড়াও চিঁহি করে একবার ডাকল। আফান্দী তৎক্ষণাৎ বলল:

"হুজুর, আমার ঘোড়া উত্তরে বলছে: জমিদারের ঘোড়া আমার সঙ্গে বিয়ে করতে চাইলে জমিদারকে ঘটক হতে হবে।"

বাদশা ও গাধার চিন্তা

একদিন, বাদশা প্রজা পরিদর্শন করার সময় আফান্দীর তেলের কলে এসে দেখেন যে গাধাটি কলের জাঁতা ঘোরাচ্ছে আর তার গলায় একটি ঘণ্টা বাঁধা রয়েছে। বাদশা কৌতূহলবশতঃ আফান্দীকে জিজ্ঞেস করলেন:

"তুমি গাধার গলায় এ্যাতো ভারী ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছো কেন?"

আফান্দী বুঝিয়ে বলল, "সময় সময় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লে গা এলিয়ে চোখ বুজে একটু বিশ্রাম করি। যদি অলস গাধা সেই সুযোগে দাঁড়িয়ে পড়ে তাহলে তার গলার ঘণ্টা আর আওয়াজ করবে না। তখন আমি উঠে চাবুক মারলে সে আবার চলতে থাকবে।"

বাদশা বললেন, "যদি গাধাটি দাঁড়িয়ে থেকেই মাথা নাড়তে থাকে, তাহলে তুমি তো নিশ্চিন্ত মনেই ঘুমিয়ে থাকবে, টেরও পাবে না গাধা চলছে কিনা।"

আফান্দী হাসতে হাসতে বলল, "ওঃ, মাননীয় জাহাঁপনা, আপনার বুদ্ধির তুলনা হয় না। আপনার ও আমার গাধার চিন্তার মধ্যে কোনো ফারাক নেই।"

জমিদারের দরজা দেখাশোনা

একদিন, জমিদার তার বিবি ও ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরে বেড়াতে যাবার আগে তার নোকর আফান্দীকে হুকুম দিয়ে বলল :

"তুমি বাড়ি ভালো করে দেখাশোনা করবে, কখনো দরজা পিঠছাড়া করবে না।"

জমিদার সপরিবারে চলে যাওয়ার পর, আফান্দী সদর দরজার একটি পাল্লা খুলে দড়ি দিয়ে তা নিজের পিঠে বেঁধে

শহরে এল। সেখানে বেড়াতে বেড়াতে জমিদারের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। তাকে দেখে জমিদার রেগে আগুন হয়ে গালি দিতে দিতে বলল :

"বেওকুফ, আমার দরজার পাল্লা খুলে এনে এখানে ঘোরা-ফেরা করছো? যদি চোর এসে আমার বাড়ির জিনিসপত্র নিয়ে যায়, তাহলে ক্ষতি তোমারই পূরণ করতে হবে।"

আফান্দী তার পিঠে বাঁধা দরজার পাল্লার দিকে দেখিয়ে বলল :

"হুজুর, আপনিই তো আমাকে বলেছিলেন কখনো দরজা পিঠছাড়া না করতে।"

একথা শুনে আশপাশের লোকেরা সব হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল।

মাতালের আচকান ও পাগড়ী

এক সন্ধ্যায়, শহরের এক ধনীলোক একটি ভোজসভা করে অনেক লোককে খাওয়ালো। শহরের কাজী প্রচুর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাইরে এসে টলতে টলতে কিছু দূর গিয়ে ধরাশায়ী হয়ে ঠিক একটি কুকুরের মতো বেহুঁস হয়ে পড়ে রইলেন। পথচারীরা কাছে এসে দেখল ইনি তো শহরের কাজী। তারা আঁৎকে উঠে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে পড়ল। কেবল আফান্দীই কাছে এসে তাঁর পাছায় মারল একটি লাথি। কাজী মরা মানুষের মতো শুয়ে আছেন দেখে আফান্দী কাজীর সুন্দর আচকান আর দামী পাগড়ীটি খুলে নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

কাজী সারা রাত রাস্তায় শুয়ে থেকে পরদিন ভোরে ধড়ফড় করে উঠে ব্যস্তসমস্ত হয়ে আদালতে ফিরে এলে তাঁর হুঁশ হলো যে তিনি তাঁর আচকান আর পাগড়ীটি গত রাতে খুইয়েছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর পেয়াদাদের আচকান ও পাগড়ীর খোঁজে পাঠালেন।

পেয়াদারা রাস্তায় এসে দেখল, আফান্দী কাজীর আচকান ও পাগড়ী পরে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা আফান্দীকে ধরে নিয়ে কাজীর কাছে হাজির করল।

কাজী আফান্দীর গায়ে নিজের আচকান ও পাগড়ী দেখে রাগে গজ গজ করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন:

"আফান্দী, তুমি আমার আচকান ও পাগড়ী চুরি করেছো কেন?"

"হুজুর, আপনি অযথা আমার প্রতি দোষারোপ করছেন। এই আচকান আর পাগড়ী আমি রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি, চুরি করি নি।"

"সব বাজেকথা, আমার জিনিস কি করে রাস্তায় পড়ে থাকবে? সত্যি করে বলো কেমন করে চুরি করলে?"

"হুজুর, আপনি যদি সত্যি কথা শুনতে চান, তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে সব কথাই বলতে হবে।" আফান্দী কাজীর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলতে শুরু করল, "গত রাত্রে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আমি দেখলাম, এক মাতাল মরা কুকুরের মতো রাস্তায় পড়ে আছে। তা দেখে আমার খুব খারাপ লাগল। খোদার প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতা আর ধর্মশাস্ত্রের প্রতি অবমাননা করার এরূপ আচরণ দেখে আমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তাকে সাজা দেয়ার জন্যে তার চামড়া আর শির

নিয়ে নিলাম। কিন্তু আসলে তা ছিল এই আচকান আর পাগড়ী। আমি রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম বলেই হয়ত সেই মাতাল যে আপনিই ছিলেন তা টের পাই নি। অনুগ্রহ করে আমাকে মাফ করুন। হুজুর, আপনার জিনিস আপনাকেই ফেরত দিচ্ছি।" এ কথা বলে আফান্দী তার গায়ের আচকানের বোতাম খুলতে শুরু করল।

কাজী অবজ্ঞার হাসি হেসে অস্বীকার করার ভঙ্গীতে বললেন, "না, না, ঐ মাতাল আমি হতে যাবো কেন! সব ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। ঠিক আছে, এই আচকান আর পাগড়ী তুমিই পরে থাকো।"

আফান্দী মনে মনে হেসে বেশ ডাঁটের সাথে কাজীর আদালত থেকে বিদায় নিল।

অর্থপ্রীতি

একদিন, এক অর্থপিশাচ সওদাগর আফান্দীকে জিজ্ঞেস করল:

"তুমিও খুব টাকা ভালোবাসো, তাই না?"

"এটা তো খুবই স্বাভাবিক কথা।"

"কেন?"

"কারণ, টাকা থাকলে আমার আর আপনাদের মতো ভদ্র সওদাগরদের কাছে টাকা ধার করতে আসতে হতো না। আপনাদের টাকার সুদ দিতেই সব ফতুর।" আফান্দী জবাব দিল।

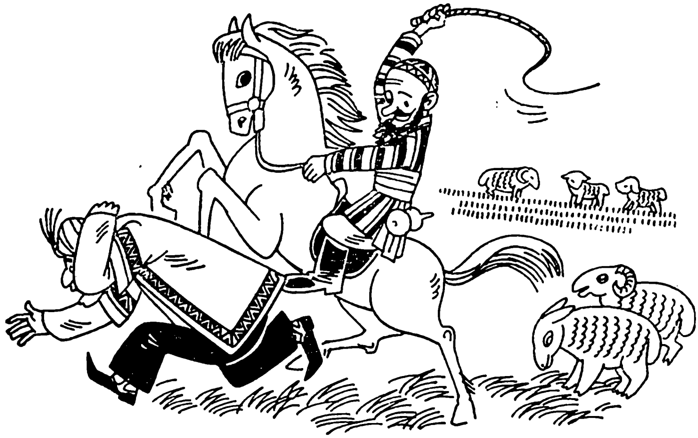

উজীরের পিঠে চল্লিশ ঘা চাবুক

একদিন, আফান্দী শহরের উপকণ্ঠে ছাগল চরাচ্ছিল। ঠিক সে সময় উজীর শিকার করতে যাবার পথে সেখানে হাজির হলেন। তিনি আফান্দীকে নিজের মনে বিড়বিড় করে কথা বলতে দেখে ঘোড়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

"ওহে, তুমি বিড়বিড় করে কার সঙ্গে কথা বলছো?"

"আমি খোদার সঙ্গে কথা বলছি।" আফান্দী জবাব দিল।

"খোদা কি বললেন তা যদি আমাকে না বলতে পারো তাহলে উজীরকে প্রতারণা করার দায়ে দোষী হবে, এবং জরিমানা হিসেবে আমি তোমার সাতটি ছাগল নিয়ে যাবো।" উজীর বললেন।

"হুজুর!" আফান্দী বলল, "প্রাচীন কাল থেকে একটি

কেতা চলে আসছে: সওয়ালকারী থাকে নীচে, আর সওয়াল-দাতা থাকে ওপরে। খোদার সম্মানার্থে আপনার সওয়ালের জবাব দিতে হলে আমাকে আপনার ঘোড়ায় বসতে দিন।"

উজীর রাজী হয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন। আফান্দী ঘোড়ায় বসে বলল:

"হুজুর, এবার আপনার সওয়াল করুন।"

"খোদা তোমাকে কি বললেন?"

আফান্দী বেশ গম্ভীর হয়ে যথার্থ মর্যাদাসহকারে বলল:

"খোদা আমাকে বললেন: তুমি উজীরের পিঠে জোরে চল্লিশ ঘা চাবুক মেরে এখান থেকে ভাগিয়ে দাও।"

এ কথা বলে আফান্দী চাবুক তুলে উজীরকে মারতে লাগল।

"আমি চলে যাচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি।" এই বলে চীৎকার করতে করতে উজীর তাঁর দেহরক্ষীদের নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

সব খাবারই সুস্বাদু

জেলাশাসক রোজই নানান পদের সুস্বাদু খাবার খেতেন। কিন্তু খেতে খেতে অরুচি হওয়াতে বুঝতে পারতেন না কোন পদটি সবচেয়ে সুস্বাদু। একদিন তিনি আফান্দীকে ডেকে আনালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন:

"আফান্দী, কোনটি সবচেয়ে সুস্বাদু খাবার — পোলাও না পরোটা? কাবাব না সমোসা?"

আফান্দী বলল, "হুজুর, খাবার না খেয়ে কেমন করে তুলনা করব—কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ?"

জেলাশাসক তৎক্ষণাৎ বাবুর্চিকে এক থালা গরম পোলাও এবং এক থালা গরম গরম সমোসা আনতে বললেন। আফান্দী খেতে খেতে খুব তারিফ করতে লাগল। আফান্দীকে দিব্যি মুঠ মুঠ করে পোলাও খেতে দেখে জেলাশাসক জিজ্ঞেস করলেন :

"কোনটা সবচেয়ে সুস্বাদু?" আফান্দী কোনো কথা না বলে খেয়ে চলল। পেট পুরে খাবার পর সে মাথা তুলে জেলাশাসককে বলল :

"হুজুর, এক বাটি চেরীর চাটনি আনলে আমি খাওয়ার পর তিনটি পদ তুলনা করে বলতে পারব কোনটা সবচেয়ে সুস্বাদু।"

জেলাশাসক সঙ্গে সঙ্গে বাবুর্চিকে দিয়ে এক বাটি চেরীর চাটনি আনালেন। আফান্দী এক নিঃশ্বাসে চাটনি খেয়ে শেষ করল। তারপর মুখ ধুয়ে একগাল হেসে বলল :

"হুজুর! পোলাও খুব সুন্দর, সমোসা বেশ সুগন্ধী, আর চেরীর চাটনি অতি মিষ্টি। এই তিনটি পদই সবচেয়ে সুস্বাদু।"

দুই নেকড়ে বাঘ

একদিন, আফান্দী তৃণভূমিতে গরু চরাচ্ছিল। বাদশা ও উজীর শিকার করতে বেরিয়ে সেখানে এসে হাজির হলেন।

ঠিক সেসময় কটি ষাঁড় হঠাৎ মাথা তুলে "হাম্বা" "হাম্বা" করে ডেকে উঠলে বাদশা আফান্দীকে অপদস্থ করার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন :

"আফান্দী, তোমার ষাঁড় তোমাকে কি বললো?"

"মাননীয় জাহাঁপনা! ষাঁড় আমাকে বললো, 'কর্তা, আমার মনে হয়, দুই নেকড়ে বাঘ এখন আমাদের তৃণভূমিতে এসেছে'।" আফান্দী জবাব দিল।

মাথার ওজন

সকলেই বলত, পাশের গ্রামের জমিদার তার মাহিনদারদের কখনো বেতন দেন না। কিন্তু আফান্দী এ কথা বিশ্বাস করে নি। একবার বছরের শুরুতে সে স্বেচ্ছায় সেই জমিদারের বাড়িতে মাহিনদারের কাজ নিল।

দেখতে না দেখতে একটি বছর কেটে গেল। একদিন, জমিদার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আফান্দীকে বলল :

"আফান্দী, আর তিন দিন হলে তোমার কাজ করার এক বছর পুরো হবে। আমি সব সময় পূর্বপুরুষেদের ঠিক করা নিয়মকানুন মেনে চলি। মাহিনদারদের বেতন দেয়ার আগে আমি তাদের এক খুব সহজ সওয়াল করি। এই সওয়ালের সঠিক জবাব দিতে না পারলে তাদের বেতন দেয়া হয় না।"

"হুজুর, আপনার সওয়ালটি কি?" আফান্দী জিজ্ঞেস করল।

জমিদার বলল, "আমার মাথার ওজন কতো?"

আফান্দী বলল, "হুজুর, আপনি আপনার মাথা নিয়ে তামাসা করছেন কেন?"

"তোমার মতো গরিবদের সঙ্গে তামাসা করার সময় আমার নেই।"

"সত্যিই কি আমাকে আপনার সওয়ালের জবাব দিতে হবে?"

"সারা বছরের মজুরি পেতে হলে এই সওয়ালের জবাব তোমাকে দিতেই হবে। আর বেতন না নেবার ইচ্ছা থাকলে জবাব নাও দিতে পারো।"

"আমি জবাব দেবো। দয়া করে সওয়ালটি আরেকবার করুন।"

জমিদার পিটপিট করে একবার আফান্দীর দিকে তাকিয়ে ঘাড় খাড়া করে বলল:

"আমার মাথার ওজন কতো? বলো।"

আফান্দী যেমন করে নিজের গাধার পিছনে হাত বোলায় ঠিক তেমনি করে জমিদারের নেড়া মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল:

"কাঁটায় কাঁটায় পাঁচ সের।"

জমিদার হো হো করে হাসতে হাসতে বলল:

"কি করে বুঝলে? তোমার হিসেব ঠিক নয়।"

আফান্দী খুব গম্ভীর সুরে বলল, "ঠিক নয়? তাহলে এখনই আপনার মাথা কেটে আমি দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবো। পাঁচ সেরের এদিক-ওদিক হলে আমি হার মানবো।"

একথা বলেই আফান্দী এক হাতে জমিদারের মাথা ধরে,

অন্য হাত দিয়ে তার বুটের মধ্যে থেকে ধারালো চাকু বের করে জমিদারের ঘাড়ের কাছে ধরে বলল :

"হুজুর, আপনার সওয়ালের জবাব ঠিক কিনা তা দেখতে আজ আমাকে আপনার মাথা কাটতেই হবে।"

জমিদার তার মাথা কাটা যাবার ভয়ে দায়ে পড়ে বলল :

"হ্যাঁ, আমার মাথা ঠিক পাঁচ সের। তোমার বেতন আমি কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দেবো।"

পাহাড় পিঠে করা

বিলাসী বাদশা তাঁর প্রজাদের জন্যে কোনো হিতকর কাজ না করে প্রায়ই তাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতেন। এক দিন, তিনি রাজধানীর প্রাচীরের গায়ে এক বিজ্ঞপ্তি টাঙ্গাবার আদেশ দিলেন যাতে লেখা ছিল :

"যদি প্রজাদের মধ্যে কেউ প্রাসাদের সামনের পাহাড় পিঠে করে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে বাদশা তাকে এক হাজার তোলা সোনা বখশিশ দেবেন।"

যারা বিজ্ঞপ্তি পড়ল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল, কেউ কেউ প্রজাদের সঙ্গে এমন তামাসা করার জন্য বাদশার উদ্দেশে গালি দিতে লাগল। ওই বিজ্ঞপ্তি পড়ে এক এক করে সবাই ওখান থেকে বিদায় নিল। এমন সময় আফান্দী কাছে এসে বিজ্ঞপ্তির কাগজটি ছিঁড়ে নির্ভয়ে রাজপ্রাসাদে এসে বাদশার সামনে হাজির হয়ে বুকের ওপরে একটি চাপড় মেরে বলল :

"জাহাঁপনা, আমি আমার পিঠে করে পাহাড়টি সরাতে পারি।"

বাদশা আফান্দীর দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করে বললেন :

"এ তোমার দম্ভোক্তি, না এক হাজার তোলা সোনার কথা শুনে তোমার মাথা বিগড়ে গেছে? যদি এ কাজ করতে না পারো তাহলে তোমার মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে।"

আফান্দী শুধু একবার বাদশার দিকে চোখ বুলিয়ে আস্থার সঙ্গে বলল :

"আমি কখনো দম্ভোক্তি করি না। সোনার প্রতিও আমার কোনো লোভ নেই। আমি যা বলি তা করি।"

"খুব ভালো, খুব ভালো!" একথা বলেই বাদশা প্রাসাদের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী এবং শহরের সব ধনী লোকদের প্রাসাদের কাছে জমায়েৎ হয়ে আফান্দীর পাহাড় পিঠে করে সরাবার দৃশ্য দেখতে আসবার জন্যে আদেশ দিলেন।

নির্দিষ্ট সময় আফান্দী আস্তিন গুটিয়ে পাহাড়ের সামনে এসে তার দুটি হাত কোমরে রেখে পিঠ কুঁজো করে দাঁড়িয়ে চোখের পাতা না ফেলে বাদশাকে বলল :

"জাহাঁপনা, আপনারা শিগ্‌গির পাহাড়টি আমার পিঠের ওপরে চাপিয়ে দিন।"

"আমরা কি করে পাহাড়টি তুলব?" বাদশা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আফান্দী ভ্রূ কুঁচকে বলল, "আপনারা সবাই মিলে যদি পাহাড়টি তুলতে না পারেন তাহলে আমি একা কি করে পিঠে তুলব?" এ কথা বলেই সে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

উপস্থিত সবাই বাদশার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে চুপ

করে রইল। এভাবে অপদস্থ হয়ে বাদশা তাঁর চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। অগত্যা তাঁকে তার বিজ্ঞপ্তি মতো আফান্দীকে এক হাজার তোলা সোনা বখশিশ দিতে হলো।

একশো স্বর্ণমুদ্রায় মজার কথা

আফান্দী মাঝে মাঝে বাদশাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করত। তাতে বাদশা খুবই অপমানিত বোধ করতেন। আফান্দীকে কিভাবে উপযুক্ত সাজা দেয়া যায় বাদশা কেবলই সেই কথা ভাবতেন। একদিন, তিনি উজীরেআজমকে হুকুম দিলেন:

"তুমি আফান্দীকে ডেকে এনে বলবে: বাদশা তোমার মজার কথা শুনতে চান। যদি তুমি বাদশাকে হাসাতে পারো, তাহলে তোমাকে একশো স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ দেয়া হবে; তা না পারলে তোমাকে একশো বেত্রাঘাত করা হবে আর হাজতে পোরা হবে।"

উজীরেআজম আফান্দীর বাড়ি এসে বাদশার কথা সব বললেন। তারপর তাকে নিয়ে প্রাসাদের দিকে রওনা হলেন। পথে উজীরেআজম আফান্দীকে বললেন:

"আফান্দী, যদি তুমি এই টাকা পাও, তাহলে আমাকে তার অর্ধেক দেবে। কেমন?"

আফান্দী দ্বিধা না করে বলল, "ঠিক আছে, আমি যা পাবো তার অর্ধেকই আপনাকে দেবো।"

এ কথা শুনে উজীরেআজম আনন্দে নেচে উঠলেন। তিনি আফান্দীকে নিয়ে বাদশার সামনে হাজির হলেন।

আফান্দীর পেটে যত রকমের মজা ও হাসির কথা ছিল তা সবই সে বাদশাকে শোনালো। কিন্তু বাদশা তাতে না হেসে উল্টে রেগে আগুন হয়ে তাঁর দেহরক্ষীদের আদেশ দিলেন :

"ওর প্রাপ্য ওকে মিটিয়ে দাও।"

দেহরক্ষীরা তৎক্ষণাৎ আফান্দীকে মাটিতে চেপে রেখে তাকে বেত মারতে শুরু করল। পঞ্চাশ বেতের ঘা খাওয়ামাত্রই আফান্দী বলে উঠল, "জাহাঁপনা, একটি কথা আমার মনে পড়েছে। আমাকে বলতে দিন।"

বাদশা বললেন, "বেশ, উঠে দাঁড়িয়ে বলো!"

আফান্দী উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বলল , "এখানে আসবার পথে আপনার উজীরেআজম বাদশা আমাকে যা দেবেন তার অর্ধেক তাঁকে দেয়ার জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। আমি তাতে রাজী হয়েছিলাম। আপনি আমাকে একশো বেত্রাঘাত করার আদেশ দিয়েছেন। আমি আমার ভাগ পেয়েছি। জাহাঁপনা, এবার আপনি উজীরেআজমের ইচ্ছানু-যায়ী বাকি ভাগ তাঁকেই দিন।"

একথা শুনে বাদশা এবার শরীর দুলিয়ে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। উজীরেআজম আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু বলার আগেই বাদশা তাঁকে পঞ্চাশ ঘা বেত মারার জন্যে দেহরক্ষী-দের আদেশ দিলেন।

শেষে, বাদশা নিজের ওয়াদা পূরণ করার জন্যে আফান্দীকে একশো স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ দিলেন।

জমিদারের আদেশ তালিম

একদিন, জমিদার তার মাহিনদার আফান্দীকে খুব মেজাজ দেখিয়ে বলল :

"আজ তুমি আমার বৈঠকখানার মেজেতে খুব ভালো করে রোদ লাগাবে। না করলে বছরের শেষে একটি পয়সাও পাবে না।"

একথা বলেই জমিদার তার ঘোড়ায় চড়ে শহরের দিকে চলল।

জমিদার চলে যাবার পর, আফান্দী হাতে গাঁইতি নিয়ে বৈঠকখানার ছাদে উঠে ছাদ ভেঙ্গে দিয়ে কড়ি, বরগা, সব মাটিতে ফেলে দিল। তারপর বাড়ির পাঁচিলটিও ভেঙ্গে ফেলে সে একটি খুঁটির ওপর বসে নিশ্চিন্ত মনে আলবোলা টানতে লাগল।

বিকেল হলে, জমিদার শহর থেকে ফিরে এল। ছাদহীন বৈঠকখানা, ভাঙ্গা পাঁচিল আর মাটিতে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা কড়িকাঠ ও বরগা দেখে জমিদার রেগে আগুন হয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলল :

"আফান্দী, ব্যাটা কোথায় লুকিয়ে আছিস্। এ কি সর্বনাশ করেছিস্ ।"

আফান্দী ধীরেসুস্থে তার মনিবের কাছে এসে ভাঙ্গা বৈঠকখানার মেজ দেখিয়ে গোবেচারার মতো বলল :

"হুজুর, আপনি আমাকে মিছেমিছি গালি দিচ্ছেন! দেখুন, আপনার বৈঠকখানার মেজেতে ভালো করে রোদ লাগছে না? আপনার হুকুম তো খোদার হুকুমেরই সমান।

আপনার হুকুম তা'লিম না করার মতো দুঃসাহস কি এই বান্দার আছে!"

জমিদার বিবর্ণ মুখে মাথায় হাত দিয়ে আফান্দীর সামনে বসে পড়ল। তার মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বেরুল না।

阿凡提的故事（续）
赵 世 杰 编
孙 以 增 插 图
于殿周 翻 译
沈纳兰 改 稿
*
外文出版社出版
（中国北京百万庄路24号）
外文印刷厂印刷
中国国际图书贸易总公司
（中国国际书店）发行
北京399信箱
1986年（34开）第一版
编号：（孟）10050—1227
00170
10—Be—2006 P

সদ্য-প্রকাশিত বই

নয়া চীনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
আফিম যুদ্ধ থেকে মুক্তি
লু স্যুন: জীবনী ও সাহিত্য
চীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
চীন-ভারত মৈত্রীকথা
চীনা কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ জাতীয় কংগ্রেসের দলিল
প্রাচীন চীনা নীতিকথা
স্বর্গরাজ্যে তোলপাড়

বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়, পেইচিং, চীন